সানুবাদ—

আত্মবোধঃ।

শ্রীমদ্ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিত।

ব্রহ্মচারি-

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারিদেবশর্ম্ম-বেদান্ত-ভূষণ-

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

কালীঘাট-শিবভক্তি-প্রদায়িনী সভা হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং

উক্ত সভার ষট্ত্রিংশ-বার্ষিক-অধিবেশনে বিতরিত

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।

[illegible]

১৩২২ সাল।

হিতবাদী ষ্টীম মেশিন যন্ত্র হইতে
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ।
৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

স্বর্গীয়পিতা অঘোরনাথ ও মাতা ক্ষীরদা-
সুন্দরী দেবীর শ্রীচরণ-কমল-যুগলে
ভক্তি-উপহার ॥

ভারদ্বাজ-নারায়ণ-কনিষ্ঠা-বিধবারী।
সাধ্বীশিরোমণি-মাতা ক্ষীরদা সুন্দরী ॥
শ্রীকালীচরণাত্মজ শাণ্ডিল্য-প্রবর।
জনক-অঘোর-নাথ খ্যাত যোগিবর ॥
হঠ, ধ্যান, নাদ, লয়, জ্ঞান-যোগে ধীর।
আন্তরমকারপঞ্চ সাধনে সুস্থির ॥
খেচরীশাম্ভবী যোনি-মুদ্রা-প্রকরণ।
পূজনীয়পিতৃদেব অতি বিচক্ষণ ॥
ক্ষমার মূরতিদেব দয়ার সাগর।
দরিদ্রের পিতামাতা জ্ঞানের আকর ॥
যেভাবে যেজন তব করিয়াছে আশ।
সকলের বাঞ্ছাপূর্ণ করি, সুপ্রকাশ ॥
রোগ, শোক, ক্ষুধা-ক্লিষ্ট অবিবেকীনর।
সবার প্রণম্য তুমি রাজার ঈশ্বর ॥
বহু অর্থ ব্যয়ে মম বিদ্যা-উপার্জ্জন।
সিদ্ধকরি, গেছেচলি, আমি অভাজন ॥
স্মরি স্বর্গগত মাতাপিতৃ-শ্রীচরণ।
আত্মবোধ-অনুবাদ করিনু অর্পণ ॥

কালীঘাট-শিবভক্তি
প্রদায়িনী সভা।
সন ১৩২২ সাল।
তাং ২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

ব্রহ্মচারী—
শ্রীবিপিনবিহারিদেবশর্ম্মা
বেদান্তভূষণঃ।



সংসারবাসংপরিবর্জ্য নিত্যং।

ঘোরাঘোরং সততং স্মরন্,



সচিং তপঃকান্দগাহমানং,

কালীঘাট শিবভক্তি প্রদায়িনী সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সভাপতি -

স্বর্গীয় অঘোর নাথ স্বামী।

নমামি মূর্দ্ধ্নাহমঘোরনাথম্।



আত্মবোধপূর্ব্বভূমিকা।

শ্রীযুক্তবিপিনবিহারিদেবশর্ম্মবেদান্তভূষণ-

বিরচিত।

শ্রীশ্রীশিবায় নমঃ।

"জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃপুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা

তস্মাদ্বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎপরং।

আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতিঃ।

মুক্তির্নোশতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে॥"

"লব্ধ্বা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্লভং তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনং।

যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥"

পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রাজৈশ্বর্য্যাদি ঋদ্ধিসিদ্ধিলাভ বরং সহজোপায়সাধ্য; কিন্তু দেবানুগ্রহহেতুক মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষসংশ্রয়লাভ অতি দুঃসাধ্য। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু সৌভাগ্য সঞ্চার ব্যতীত অপুণ্যবান ব্যক্তি কখনও উপরিউক্ত রত্নত্রয় লাভ করিতে সমর্থ নহেন। পূর্ব্বসৌভাগ্যবলে মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তি এবং

ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বর্য্যাদি লাভ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য হইলেও মুমুক্ষা ও সদ্‌গুরুলাভ করা ঈশ্বরের বিশেষানুগ্রহ সাপেক্ষ। আমরা এক্ষণে ইহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করি।

প্রথমতঃ মানবজন্ম বড়ই দুর্লভ। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অশীতিলক্ষযোনি পরিভ্রমণান্তে জীবের মানবজন্ম লাভ ঘটে। পরলোকে ধর্ম্মরাজপ্রদত্ত কর্ম্মানুরূপ বিবিধ তীব্র নরকযাতনা ভোগের অবসানে বিংশতিলক্ষ বৃক্ষাদি স্থাবর, ত্রিংশৎ লক্ষ কৃমি, একাদশ লক্ষ পক্ষী, নবলক্ষ জলচর, ষড়লক্ষ অশ্বাদি এবং চতুর্লক্ষ বানরাদি শরীর ধারণ করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহুবিধ ভূরি পাপরাশির মুহুঃসহ দুঃখ সকল ভোগ করতঃ পরিশেষে জীব দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করে। কেবল মানবজন্ম লাভ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হওয়া গেল, এমন নহে। অনেকেই মানবজন্ম লাভ করিয়াছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, যশঃ, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য যান বাহন, দাস, দাসী, গো, ভূমি, হিরণ্য, শৈলশিখর-স্পর্দ্ধাকারী নবনির্ম্মিত সুধাধবল সৌধ, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য-নিকেতন, মণিকুট্টিমশোভী সর্ব্ববিধ শোভা, সৌন্দর্য্য ও বেশ-ভূষণের একমাত্র আধার নয়নমনোভিরাম গৃহবর, পতত্রীসূক্ষ্ম-পক্ষ-কোমল—দুগ্ধ-ফেণনিভ—সুশুভ্র-বিস্তৃত-শয্যাসন, বিচিত্রপট্টবস্ত্রাঞ্চলাবৃত শরীর, সর্ব্বাভরণভূষিত, উত্তুঙ্গপীনস্তনভারনম্র, ক্ষীণমধ্য কমনীয়-কান্তা-মুখকমল এ সকল সুখসাধন—সামগ্রী নরশরীরধারী পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা লাভ করিয়া থাকেন, এবং করিবেন; কিন্তু তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। মহারাজ যযাতি সর্ব্ববিধ সুখসৌভাগ্যভাজন হইয়াও, তৃষ্ণার অনুপশান্তি, ভোগাভিলাষের অপূর্ণতা, ইন্দ্রিয়গ্রামের

অনিবৃত্তি, বাসনার অচরিতার্থ, অন্তঃকরণের দুর্দমনীয়তা, বিষয়ানুশীলনে ইন্দ্রিয়গণের ভোগকৌশললাভ, ঘৃতপ্রদীপ্তঅনলের ন্যায় কামবিষয়োপভোগে কামের পরিবর্দ্ধন, দূরারোহিণী আশালতার অচ্ছেদ্যসুদৃঢ়বন্ধনপাশ, দুষ্টবাসনাপিশাচীর ভীষণ উদ্দামতাণ্ডব প্রভৃতি বিষয়ানুষঙ্গজাত নানাবিধ দোষ দর্শন করিয়া অপূর্ণহৃদয়ে পরিতপ্তচিত্তে হতাশাক্ষেপের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলের যাবতীয় ব্রীহিযবাদি শস্য, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রীসকল একই পুরুষের অধিকারে থাকিলেও পর্য্যাপ্ত হয় না, অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। দুর্ম্মতি মানব যে তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারেনা, যে তৃষ্ণা মানব জীর্ণ হইলেও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, যে তৃষ্ণাকে শাস্ত্রকারগণ প্রাণান্তিক রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই তৃষ্ণাকে যিনি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সুখী।" এইরূপ ও ভিন্নরূপ নানাবিধ দুঃখ গাথা গাহিয়া মহারাজ যযাতি স্বীয় কনিষ্ঠপুত্রকে তাঁহার নব-যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া স্বয়ং তপঃসাধনার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য রাজন্যগণের চরিত্র অনুশীলন যোগ্য। অতএব স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইতেছে যে অতি দুর্লভ মানুষশরীর ও রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি লব্ধ হইলেই মানুষশরীর ধারণের সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। পরন্তু অগ্নিহোত্রাদি-অনধিকার-প্রবর্ত্তক নিষিদ্ধশরীর-পরিহারপূর্ব্বক সংস্কারবিশিষ্ট স্বীয় শুদ্ধ, বৈদিক-আচার-অনুষ্ঠান-যোগ্য, পবিত্র, বেদাধিকার সম্পন্ন, তীর্থপদবাচ্য, মানবশরীরশ্রেষ্ঠ, সুসংস্কৃতব্রাহ্মণশরীরধারণ, গুরুকুলবাস, ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, অগ্নিসেবাসহিত বেদাভ্যাস, নিত্য-

শুদ্ধ্যর্থ বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিষ্কাম তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাবিবৃদ্ধসত্ত্ব অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ-জ্ঞানোৎ-পত্তি, বিবেকবৈরাগ্যসহকৃত জীব, জগৎ, ব্রহ্মবিষয়ক-বিচার, জীব-ভাব ও জগদ্ভাব বাধিত হইলে স্বাত্মানুভবরূপে অবস্থিতি ও নির্ব্বাণ-মুক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত করতলগত না হইতেছে, ততক্ষণ নরশরীর ধারণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করা যায় না। কার্য্য-সাধনার্থ গৃহবহির্গত পুরুষ কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিশ্রামজনিত শান্তিসুখ অনুভব করিতে অসমর্থ, সেইরূপ স্বরূপপ্রচ্যুতপুরুষ পূর্ব্বোপার্জ্জিত কামকর্ম্মবীজ ও অবিদ্যার আশ্রয়ে সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধ ন্যায়ে নৈসর্গিক রীতি অনুসারে বৎসরান্তে বসন্তসমাগমে বৃক্ষাদির নবপত্রপুষ্পফলোদগমের ন্যায় প্রতি-যুগান্তান্তর্হিত বেদ, ইতিহাস, সংহিতা, পুরাণ, গিরিবর, অরণ্য, সরিৎ, সাগর, ভূধরাদি-স্থিরচর, সুরনরাত্মক এই বিচিত্র দৃশ্য প্রপঞ্চ রাত্রিকালাবসানে গাঢ় অন্ধকারগর্ভবিনির্ম্মুক্ত, উষঃসমাগমে ক্রম-বিকসিত বর্ত্তমান দৈনন্দিন দৃশ্যজগতের ন্যায় মহাপ্রলয়াবসানে প্রসুপ্ত-কামকর্ম্মবীজভূত-অব্যাকৃত-মায়াগর্ভ—বিনির্ম্মুক্ত সৃষ্টি-অবসরে চিত্রপট দৃষ্টান্তাবলম্বনে অবিদ্যাঘটিত সূক্ষ্মসৃষ্টিলাঞ্ছিত ও স্থূলসৃষ্টি বর্ণ-পূরিত, সৌন্দর্য্য-সমষ্টির মূলাধাররূপে লোকলোচনের সমক্ষে গন্ধর্ব্ব-নগর, মরুমরীচিকা, শুক্তিকারজত, এবং রজ্জুসর্পবৎ প্রতিভাত হওয়ায়, ভ্রান্তিবশে সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া, কখন অজাতশত্রু, কখন বৎসরাজ, কখন পরশুরাম, কখন বিশ্বামিত্র, কখন দাশরথিরামরূপ ধারণ করিয়া সংসাররঙ্গমঞ্চে প্রতিপটপরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয়

করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অভিনয় অসমাপ্ত থাকিতে বিশ্রাম ও শান্তিলাভের উপায় নাই। অথবা ভবের হাটের খরিদ, বিক্রয়, লাভ, লোকসান, হাল, বকেয়া, হিসাবনিকাশ সমাপ্ত করিতে না পারিয়া, চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তরালে অশীতিলক্ষপ্রকার বেশ ধারণ করিয়া, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে নিরন্তর ছুটাছুটী করিতেছে। হিসাব নিকাশ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ যাতায়াত, গর্ভবাস, জন্ম, জরা, মৃত্যু অনিবার্য্য। অভিনয়ান্তে অভিনেতার ন্যায়, ব্যাপারান্তে ব্যাপারীর ন্যায়, ভয়াবহ স্বপ্নান্তে প্রতিবুদ্ধের ন্যায়, মূর্চ্ছান্তে স্বস্থের ন্যায় ক্রীড়ান্তে বালকের ন্যায়, রমণান্তে, দম্পতীর ন্যায়, যুদ্ধান্তে বীরের ন্যায়, গ্রহণান্তে সূর্য্যশশধরের ন্যায়, আগামী, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ-কর্ম্মের হিসাব নিকাশ শেষ করিয়া, ভীষণসংসাররাহুর বিকটকরালকবল বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, চন্দ্রকোটি-সুশীতল ও কোটিসূর্য্য প্রতীকাশ আত্ম-পুরুষ নিজনিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত, স্বস্থ ও স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়া, ব্রহ্মানন্দে, চিরবিশ্রান্তি-সুখলাভ করিতে পারেন।

নিজ নিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত ও স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া, ব্রহ্মানন্দে চিরবিশ্রান্তিরূপ মুক্তিলাভ করা জীবমাত্রের বিশেষতঃ মানবশ্রেষ্ঠের মুখ্য-উদ্দেশ্য। ইহা বেদাদিশাস্ত্রের চিরচিন্তিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু উক্ত চরম উদ্দেশ্য সাধন করা বড়ই সুকঠিন। অনেক জন্মার্জ্জিত পুণ্য-পুঞ্জ না থাকিলে সর্ব্বদা বিষয়প্রবণ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিকে বিষয় বিমুখ করিয়া প্রতিকূল স্রোতে স্বস্বরূপাভিমুখে প্রবাহিত করা অল্প-বীর্য্যবানের কার্য্য নহে। প্রথমতঃ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন একজন মানব সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন, তাদৃশ যত্নপরায়ণ অসংখ্য

সিদ্ধিনিরপেক্ষ মহাত্মগণের মধ্যে কোন একজন শ্রীভগবত্তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন। শ্রীবিশ্বনাথ অনুগ্রহ করিয়া করুণানয়নে চাহিয়া যাঁহাকে পরমাত্মতত্ত্বধ্যানে বরণ করিয়াছেন, যিনি গুরু ও দেবতাকে অভিন্নবোধে সমানভাবে ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধকার-হরণকুশল হিতোপদেষ্টা সদ্‌গুরুর উপদেশসুধাধারা পান করিয়া বিষবৎ অনর্থকরী বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি সাধনে যাঁহারা সতত যত্ন পরায়ণ, অনন্তজন্মার্জ্জিত অপার-বাসনা-সংস্কারের প্রবল তাড়নায় বাক্‌কলসনিঃসৃত মহাপুরুষের বচনসুধা পান সত্ত্বেও, পিশাচী দুর্ব্বি-দগ্ধা বিষয়াসক্তির মোহময়-প্রলোভনে পতিত হইয়া যে সকল মানব যোষিৎ, হিরণ্য, আভরণ দিব্যাম্বর প্রভৃতি মায়া-রচিত বিষয়ে উপ-ভোগ বুদ্ধিতে উপরত, বলবান্ শ্রোত্রাদি-জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়গণ বীণা ও নারীকণ্ঠ বিনিঃসৃত মধুর শব্দ, শিরিষপুষ্পমৃদুল শয্যা ও কুরঙ্গ-লোচন মুক্তলজ্জকামিনীর মনোভিরামকঠিনস্তনজঘনাভোগস্পর্শ, যৌবনোল্লাসশালিনী বেদিবিলগ্নমধ্যা পঞ্চমালাপে সঙ্গীত তৎপরা স্রক্‌-চন্দনাদিলিপ্ত-ললিতোন্নত-শরীরাবয়বা, আসবপানে রক্তোৎপলনেত্রা, দিব্যসুগন্ধ পারিজাত-পুষ্পপ্রকর-পরিবেষ্টিত-ঘন ভ্রমর কৃষ্ণকুঞ্চিতকেশ-কলাপভারোপচিত-হাবভাব-লাবণ্যবিলাসবিভ্রমবতী; অভ্যর্হিত পরম-পদাধিরোহণেচ্ছু মুনিজনের ও মানসমোহিনী, সর্ব্বজনদুর্নিবারা, তপ্তকাঞ্চনরমণীয়-বর্ণ-গর্ব্বিতা, অভুগ্নতপাদপ্রদেশা, সুবিলগ্নালক্তক-রসরাগরঞ্জিতারুণনখপ্রভামনোহরা মদমত্তদ্বিরদগমননৃত্যশালিনী ললিতললনালোকললামায়মানা, অনঙ্গবিলাসভূমি অঙ্গনার আলিঙ্গন, সুধামহাহ্রদাবগাহন, নদীপুলিনকুঞ্জকাননশালতালাদিতরুরাজিবিরাজিত-

শৈলশিখরবিহারোদ্যানপরিভ্রমণ, অমৃতাস্বাদসহোদররসান্বিত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় অন্নপানাদ্যাস্বাদনাদি নিজ নিজ লোভনীয় চিত্তাকর্ষক-পরিণতিবিরস আপাতরমণীয়-শব্দাদিবিষয়সমূহে নিরন্তর বিচরণ করিয়া কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন, ও ভৃঙ্গের ন্যায় জীবন বিপন্ন ও নিজ দাসরূপে পরিণত সেই মানব সকলকে বিষয়-মোহান্ধকার-কূপকুহরে বিনিপাতিত করে। নদীর আবর্ত্তে পতিত কীটাদি-নিকৃষ্ট জীব যেমন কোন দয়ালু মহাপুরুষের নয়নপথে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক যত্নের সহিত উদ্ধৃত হইয়া, তীরতরুতল আশ্রয় করতঃ বিশ্রামসুখ অনুভব করে, সেইরূপ সংসার-মোহান্ধকূপকুহরেপতিত অতীব দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত মোক্ষোন্মুখ-জীব নিজ অজ্ঞানকৃত কৃপণ আপদ-দশা উপলব্ধি করিয়া, এ দুঃসময়ে দীন-অনাথশরণ ভক্ত-বৎসল-বিপদভঞ্জন-মধুসূদন ভগবান্ ভিন্ন,আর গত্যন্তর নাই বুঝিয়া, কুটিলতা, দম্ভ, অহংকার, ভোগলালসা, বিষয়লাম্পট্য প্রভৃতি মানস অসদ্বৃত্তিগুলি একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া, যুক্তকরে, উর্দ্ধমুখে, ব্যাকুল-প্রাণে, আকুলহৃদয়ে অনুতাপঅনলেদগ্ধ, মলমুক্ত এবং ভগবদনুগ্রহলব্ধ-বিষয়বৈরাগ্যশান্তিরসায়নসিঞ্চনে পুনর্নবীকৃত-অন্তঃকরণে, দুঃখশোকানুতাপসঞ্জাত-বাষ্পবেগ বহির্গলিত-সলিলপূর্ণ নয়নে, অনন্ত নীলোজ্জ্বল-আকাশতলে স্থিরদৃঢ়দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, উৎকণ্ঠিতপ্রাণে, উদার ও সর্ব্বথা উদ্ঘাটিতহৃদয়ে, অকম্পিতশরীরে দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট হইয়া, সর্ব্বজগদারাধ্য-শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দদ্বন্দ্ব অষ্টদল হৃদয়সরোরুহ-সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, তদ্গতমানসে শব্দাদি বিষয়গ্রাম হইতে ইন্দ্রিয়গণকে উপসংহৃত ও আত্মাভিমুখে প্রবর্ত্তিত করিয়া,

ভগবদ্ভাবাবিষ্টচিত্তে তাঁহারই চরণারবিন্দে আত্মদুঃখনিবেদন করিবেন। হে নাথ! হে দীনবান্ধব! হে আর্ত্তত্রাতঃ! হে করুণাময়! আমি না বুঝিয়া সংসারার্কদুগ্ধ পান করিয়াছি, অজ্ঞানান্ধ ও বিষয়ভোগলম্পট ভবারণ্যবাসী ইন্দ্রিয়নামধেয় তস্করগণ কর্ত্তৃক হৃতবিবেক-মহাধন এবং বিপথে পরিচালিত হইয়া, অগাধমূল অতিঘোর দুঃখশতসর্পসমাকুল ভীষণসংসারকূপে পতিত হইয়াছি। হে দয়াময়! তুমি কি স্বীয় সহস্রহস্তাবলম্বন দান করিয়া আমার উদ্ধার সাধন করিবে না? হে পদ্মপ্রিয়ালসংকুচসরোরুহরাজহংস! হে পয়োনিধিনিবাস! হে নাগাধীশশেষনাগসহস্রফণামণিপ্রভা-বিচ্ছুরিতব্যালরাজতল্পশয়ন! মুদিতনয়নকমল বিকসিত করিয়া, করুণানয়নে একবার ফিরিয়া চাও, দেখিতেছ না আমি বিকট-বিশাল-করাল-কালনক্রগ্রস্ত, বিষয়াবর্ত্তনিপতিত, রাগরসনোর্ম্মিনিপীড়িত হইয়া, উত্তালতালতরঙ্গাভিঘাতে বিশ্লথশরীরাবয়বে অপার-সংসারপারাবারের বিশাল-বক্ষে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত অবস্থায় নিরন্তর ভাসিতেছি, তুমি কি নিজ বিশ্ববিভাবিত চরণসরোজদীর্ঘনৌকার আশ্রয়ে আমাকে পারাবারের পরপারে উপনীত করিবে না? অথবা আমি নিরন্তর ঘোর সংসারগহনে বিচরণ করিতেছি, মৎসর-নিদাঘনিপীড়িত ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াছি, কামক্রোধাদিরূপ-বিকটদশন ঘোরদর্শন হিংস্র ব্যাঘ্র সিংহ শরভাদি আরণ্যজন্তুগণ-কর্ত্তৃক অনবরত আক্রান্ত হওয়ায়, আমার দেহ রুধিরাক্তক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তুমি জগৎপিতা, অধম সন্তানের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার প্রাণে কি করুণাসঞ্চার হইতেছে না? কাননে নারসিংহ-

রূপে তুমি বিহার করিয়া থাক, অসিসন্নিভ-দারুতীক্ষ্ণ-নখর-নখাঘাতে অরিষড়্‌বর্গাখ্য হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিলে না? অথবা অধর্ম্ম যাহার বীজ, অনন্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদায় যাহার স্কন্ধ-শাখাস্বরূপ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ও অন্তঃকরণ যাহার পত্র, কামোপভোগ যাহার পুষ্প এবং দুঃখই যাহার ফল, তথাবিধ সংসারবৃক্ষের অগ্র-শাখায় আরোহণ করিয়া পতিত হইতেছি, হে নাথ! হে দয়ালো! তুমি করাবলম্বনপ্রদান পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা কর। হে প্রভো! সংসারদাবদহনজ্বালা-মালা-সমাকুল অবস্থায় দগ্ধশরীরে তোমার পাদপদ্মসরসীতীরে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছি। কৃপাবারিকণাসিঞ্চনে আমার দগ্ধ-শরীরের তীব্রজ্বালা দূর করিয়া দাও। আরতো সহিতে পারিনা, নাথ! দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে প্রসন্ন হও। হে নাথ! তুমি চিরদিনই বিপন্নের বন্ধু, বিপদে পড়িয়া যে যখন তোমাকে ডাকিয়াছে, তুমি তখনই তাহার উদ্ধারসাধন করিয়াছ, বিভীষণ, গজরাজ, দ্রৌপদী, অহল্যা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তোত্তমগণ তোমারই অনুগ্রহে বিপন্মুক্ত হইয়া তোমার আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

হে শঙ্কর! পার্ব্বতীপতে! শশিখণ্ডমণ্ডন! হে দয়াসুধাম্বুধে! হে ভক্তবৎসল! আমি মোক্ষোপায়-কথা জানিনা, অথচ দুঃখশর-বিদ্ধ হৃদয়ে বড় কষ্ট পাইতেছি, হে বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালস্থল! তুমি ভিন্ন আর কাহার শরণাগত হইয়া সংসারজ্বালা জুড়াইব? আমি স্বতঃ অজ্ঞানী, অদর্শনাত্মক তমঃ আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়াছে, দিননাথের ন্যায় হৃদয়াকাশে কৃপা করিয়া সমুদিত হও, আমার

মনের অন্ধকার দূর হইয়া যাক্। আমি চর্ম্মচক্ষুঃসাহায্যে তোমার পদবী অবলোকন করিতে অসমর্থ, তুমি কৃপা পূর্ব্বক অভয়প্রদ-নেত্রে একবার শীঘ্র আমার প্রতি চাহিয়া দেখ, তুমি শবমুণ্ডাভরণ, অথচ পরম পবিত্র, তুমি বিষমেক্ষণ, অথচ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, তুমি কালকূটবিষ পান করিয়াছ, অথচ মরণ-বর্জ্জিত, তুমি স্বয়ং ভব, অথচ সজ্জনগণের ভবরোগ দূর করিয়া দাও, তুমি শূল ধারণ করিয়াছ, অথচ নিরাময়, তুমি হেরম্ব ও পার্ব্বতী-দেবীকে লইয়া কৈলাসবাস করিতেছ, অথচ দৃঢবৈরাগ্যরত ও শ্মশানচারী, শব্দ-স্পর্শাদিবিষয় সকল বিষধর সর্পের আকার ধারণ করিয়া নিরন্তর আমার মর্ম্ম-সন্ধিস্থলে দৃঢ়তরকপে দংশন করিতেছে, তজ্জন্য আমি বিষমূর্চ্ছিত হইয়া পডিতেছি, তুমি দয়াবলোকনরূপ অমৃতসিঞ্চন করিয়া নব-জীবনের সঞ্চার কর। স্বাভিমতার্থদর্শী পূর্ব্বতন মুনিগণ তোমার অনুগ্রহে ধন্য হইয়াছেন, হে অনাথশরণ! আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, হে করুণাকর! তুমি সদয়াবলোকনদ্বারা আমার হৃদয়ে বলাধান কর। হে বিশ্বনাথ! আমি তোমার অগ্রে, পৃষ্ঠদেশে প্রণাম করিতেছি, তুমি নমস্কৃত হইয়া অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাক, হে কৃপণাভয়প্রদ! আমি আর কাহার শরণ লইব? স্বাধিকারপ্রমত্ত কান্তাবিরহী যক্ষ যেমন প্রিয়াময় জগৎ নিরীক্ষণ করিয়াছিল, আমি সেইরূপ তন্ময় জগৎ দেখিতেছি। তুমি অনেকের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শন করিয়াছ। হে ঈশান! তুমি আমাকে কেন অনুকম্পিত করিতেছ না? যিনি মন্দর-পর্ব্বত ধারণে সমর্থ, তিনি কি একটী পরমাণুর ভার সহ্য করিতে পারেন

না? যদি তুমি আমাকে অশুচি, শঠ ও অসাধুসঙ্গী মনে কর, হে তরুণেন্দুশেখর! মস্তকে কপালদাম, কণ্ঠে বিষলগ্ন, ও অঙ্গাভরণরূপে সর্পসকলকে ধারণ করিয়াছ কেন? গিরিরাজকন্যকা গিরিজাসুন্দরী আমার মাতা, তরুণেন্দুশেখর মহেশ্বর আমার পিতা, আমি তোমাদিগের আশ্রয় ভিন্ন আর কাহার ও শরণ লইতে চাহি না, হে বিশ্বপিতঃ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

এইরূপে অথবা নিজমতি-বিভবানুসারে ভগবদনুগ্রহভাজন, সংসারবিরক্তচিত্ত যে সাধক শ্রীবিশ্বনাথের শ্রীচরণারবিন্দে আত্মদুঃখ কাহিনী নিবেদন ও সংসারবন্ধনপাশ ছেদনোপায় প্রার্থনা করেন, শ্রীভগবান্ ভবানীপতি সহস্রকর্ণে তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তিনি কখনই সাধক-ভক্তের প্রার্থনা বিফল করেন না। পরন্তু পিতা মাতা শিশুসন্তানকে যেমন সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখেন, সর্ব্বদা তাহারই কল্যাণচিন্তা করেন, সেইরূপ কল্যাণকারী জীব কখনই দুর্গতি বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, সর্ব্বত্রই ভগবান্ ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ ইহার প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বহুদিনের পুরাতন পচা চোর কুঠারীর মধ্যে একবার একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিলে তৎক্ষণাৎ চোরকুঠারী আলোকিত হয় বটে, কিন্তু সে আলোক অল্প সময়ের জন্য, অত্যল্পকাল পরেই আবার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে অনন্তকোটি-জন্মার্জ্জিত-কামকর্ম্মমলিনতাপূর্ণ-অন্তঃকরণগুহা দুই এক দিনের ক্ষণিক প্রার্থনায় দেবমন্দিরে পরিণত হইবার নহে।

২

দীর্ঘকাল আদর, যত্ন, নৈরন্তর্য্য ও সৎক্রিয়া সহকারে শ্রীভগবানের চরণনলিনে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে হইবে।

প্রার্থনা করিতে হইবে যে, হে স্বামিন্! আমি কতদিনে নিয়মিতমানসে তোমাকে হৃদয়ে ভজনা করিয়া অনবরত দুঃখপ্রদ অভদ্র সংসারে পরমমুনিগণের অধিগত শান্তিলাভ করিব? হে ভব হর! আপনি দয়া করিয়া আমাকে পরম শান্তি দান করুণ। বিধাতা যদি জগৎস্রষ্টা হন, তবে তিনি আমার জন্ম শুভ মতি সৃজন করুণ, আর বিভু নারায়ণ যদি বিশ্বপালক হন, তবে কেন তিনি আমাকে জন্ম-মরণ-দুঃখ-জলধি হইতে রক্ষা করিবেন না? এবং কালের কাল মহাকাল সর্ব্বজগৎ সংহারক হর আমার অজ্ঞানের সহিত সংসারার্থশোক-সংহার না করিবেন কেন? আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তৃগণ আমার প্রতি এরূপ কিছু বিধান করুণ, যাহাতে আমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি। জন্মমরণসঙ্কুল অনাদিকালপ্রবৃত্ত সংসারে বিগততৃষ্ণ ও দুঃখিতমনা মুমুক্ষু জ্ঞানোপদেশকুশল গুরুর ভজনা করিয়া যে জ্ঞানলাভ করেন, এবং গুরূপদেশলব্ধজ্ঞানে যে ভগবদ্বস্তকে জানিতে পারিলে পুনর্ব্বার ক্লেশভাজন হইতে হইবে না, সেই পরমদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি, মুমুক্ষা অথবা করামলকবৎ অপরোক্ষবিমলজ্ঞান এ সকল আমার কিছুই নাই। অতএব হে বিভো! আপনি নিজগুণে কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সংসার-সাগর-সন্তরণ-পন্থা নির্দ্দেশ করুণ; এবং উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়া আমাকে পবিত্র করুণ।

শ্রীভগবান্ রূপে রূপে প্রতিরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি শ্রীবিশ্বনাথের ভক্ত, যে সাধক ভক্ত আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে ও অনন্যমানসে নিয়ত পার্ব্বতীনাথের উপাসনা করেন, দয়াময় আশুতোষ শীঘ্রই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট রূপধারণ করিয়া, অথবা বিশুদ্ধচিত্তদর্পণে প্রতিবিম্বপ্রায় আবির্ভূত হইয়া উপদেশ করিবেন, "মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে" ॥ "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"। "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ-বিদ্যতে। তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি" ॥ "মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি ভারত"। "অভ্যাসেনতু কৌন্তেয়। বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে"। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ" ॥

শ্রীগীতোক্ত ভগবন্মুখারবিন্দবিনির্গত উপদেশবাক্যগুলির ভাবার্থ আলোচনা করিয়া সাধক বুঝিবেন যে, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষের চিত্তপ্রসন্নতা ও জ্ঞানোপদেশ লাভ করিতে হইবে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা মনকে নিগৃহীত করিয়া স্ববশে স্থাপন করিতে হইবে, বিমোক্ষহেতুভূত দৈবীসম্পৎ সম্পন্ন হইতে হইবে, জ্ঞানের সমান পবিত্র আর কিছু এ জগতে নাই, কিন্তু জ্ঞানলাভ সহজে হয় না, বহুকালের সাধনার পরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যোগী জ্ঞানলাভ করেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহুপুণ্য-পুঞ্জজ্ঞাপক জ্ঞান লব্ধ হইলে পুণ্যবান্ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, অনিত্য ও অসুখকর মনুষ্যাদিলোক প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র ভগবানের

ভজন করাই উচিত। শ্রীভগবচ্চরণার্পিতমানসে পরমেশ্বরের প্রতি পরমপ্রেমরূপ অপ্রতিহত অহৈতুকী ভক্তির অনুশীলন পূর্ব্বক নিষ্কাম দ্রব্যযজ্ঞ, জপযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, ও জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীপরমাত্মদেবের যজন ও নমস্কারদ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিতে পারিলেই ভজনকার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং পরিশেষে নিরন্তর ভগবদ্ভাবে অবস্থিতি করিতে পারা যায়, অতএব সর্ব্বাগ্রে গুরুর অনুসরণ করাই উচিত। কেননা গুরুদেবই পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি। আমি গুরু-মূর্ত্তির ধ্যান করি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দর্শনদানে কৃতার্থ করুণ।

নিদাঘকালীন দিনকরখরকিরণকলাপসন্তাপসন্তপ্তশিরা মানব যেমন স্বচ্ছশীতলসলিলপূর্ণ জলাশয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সংসারার্ক-তাপতপ্তশিষ্যও সেইরূপ মানসতাপ দূর করিবার জন্য জ্ঞানোপদেষ্টৃ-গুরুরূপ সুধামহাহ্রদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভাবনানুরূপ সিদ্ধিলাভ করেন। সৎকর্ম্মপরিপাকাবসরে সর্ব্বজীবহৃদয়ান্তর্য্যামী পরমেশ্বর ভক্তের মনোভাব অবগত হইয়া স্বয়ং গুরুরূপে দর্শনদান করেন।

অঙ্গবৈকল্যন্যূনাতিরেকাদিদোষরহিত, বিনীত, শুদ্ধবেশবান্, স্বীয় আচারনিরত, শ্রোত্রিয়, প্রশান্তচিত্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, জন্মমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষ, করকলিতচিন্মুদ্র, আনন্দরূপ, জ্ঞাননেত্রপ্রদদেশিকেন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রলক্ষণলক্ষিতশিষ্য আচার্য্যাগ্রে সমিদুপহার প্রদান করতঃ ভূমিতলে জানুদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক যুক্তকরে স্তুতি পুরঃসর মানসসন্তাপব্যথা নিবেদন করিবেন।

"স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো ! কারুণ্যসিন্ধো ! পতিতং ভবাব্ধৌ ।
মামুদ্ধরামোঘকটাক্ষদৃষ্ট্যা ঋজ্বাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা ॥ ১ ॥
দুর্ব্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ ।
ভীতংপ্রপন্নং পরিপাহিমৃত্যোঃ শরণ্যমন্যদ্ যদহং ন জানে ॥ ২ ॥
শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ ।
তীর্ণাঃস্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনন্যানপিতারয়ন্তঃ ॥ ৩ ॥
অয়ং স্বভাবঃ স্বতএব যৎপরশ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাং ।
সুধাংশুরেষঃ স্বয়মর্ককর্কশপ্রভাভিতপ্তামবতিক্ষিতিং কিল ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্যুতৈঃ,
যুষ্মদ্‌বাক্‌কলসোজ্ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্বাক্যামৃতৈঃ সেচয় ।
সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজ্বালাভিরেনং প্রভো ।
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতাঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ ॥ ৫ ॥
কথংতরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং কাবাগতির্মে কতমোস্ত্যুপায়ঃ ।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াব মাংপ্রভো ! সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্ব ॥"৬ ॥

হে স্বামিন্ ! আপনি করুণাসিন্ধু এবং প্রণতজনের বন্ধু, আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমি ভবার্ণবে পতিত ; ঋজু ও কারুণ্যসুধাভিবর্ষিণী অমোঘ কটাক্ষদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন । আমি দুর্ব্বারসংসারদাবানলপরিতপ্ত, পুনঃ পুনঃ দুরদৃষ্টবায়ুবিকম্পিত, ভীত এবং আপনার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছি । আপনি আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করুণ, যেহেতু আমার শরণ্য আর কিছুই নাই । শান্ত, মহান্, সাধুপুরুষগণ বসন্ত ঋতুর ন্যায় স্বার্থনিরপেক্ষ হইয়া লোকের হিতাচরণ করেন । এবং স্বয়ং ভীম ভবার্ণবের পরপারে উত্তীর্ণ

হইয়া অকারণ দয়াপরবশতা প্রযুক্ত অন্য সকলকে ও ভবজলধির অপর পারে উপনীত করেন। পরকীয় শ্রমাপনোদন-প্রবণতা মহাত্মাদিগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। সুধাংশু স্বয়ং সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হইয়াও অর্ককর্কশপ্রভাভিতপ্তসর্ব্বভূতাধিষ্ঠাত্রী ধরিত্রীদেবীকে স্বীয় শীতরশ্মি প্রদান করতঃ পালন করেন। ব্রহ্মানন্দরসানুভবাশ্রিত, পবিত্র, তাপহারী, ভবদীয়বাক্‌কলসক্ষরিত শ্রুতিসুখজনকবাক্যামৃতাভিষিক্ত করিয়া, হে প্রভো! আমার ত্রিবিধসংসারতাপ-রূপ-দাবানলজ্বালাসন্তাপ দূর করিয়া দাও। যাহারা ক্ষণকালের জন্যও ভবাদৃশ মহানুভবের নেত্রপথবর্ত্তী ও যথোক্ত অধিকারীপাত্ররূপে পরিগৃহীত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই ধন্য। হে প্রভো। আমি কেমন করিয়া এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব? আমার গতি কি? আমার উপায় কি আছে? আমি কিছুই জানি না, আপনি কৃপা করিয়া সংসারদুঃখনাশসহকারে আমাকে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানার্থ সমীপাগত প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, রাগাদিদোষ-রহিত, যথোক্তিকারী, শ্রদ্ধাসৌজন্যাদিসদ্‌গুণযুক্ত ও অনুগত শিষ্যকে প্রাপ্ত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক প্রপন্নার্ত্তিহর গুরু তত্ত্বোপদেশ করিবেন।

"মাভৈষ্টবিদ্বংস্তবনাস্ত্যপায়ঃ সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং তমেব মার্গংতব নির্দ্দিশামি॥"

বিদ্বন্! তুমি ভয় করিও না, তোমার নাশ নাই, সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায় আছে। যে পন্থাবলম্বনে পূর্ব্বতন

যতিগণ সংসারপারে গমন করিয়াছেন, তোমাকে আমি সেই মার্গ উপদেশ করিতেছি।

প্রথমতঃ বেদ ও বেদমূলকশাস্ত্রপ্রতিপাদিতবর্ণাশ্রমবিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা প্রভৃতি বহিরঙ্গসাধন অনুষ্ঠান করিয়া, ঈশ্বরার্পণমানসে নিষ্কামকর্ম্মাচরণের ফলস্বরূপ অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা উপস্থিত হইলে, পূর্ব্ব আশ্রমত্রয়ের কার্য্য শেষ করিয়া, চতুর্থাশ্রমোপযোগী শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকারসিদ্ধির জন্য সাধনচতুষ্টয় অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্বসম্পন্ন হইতে হইবে। অনন্তর বেদান্তবাক্যবিচারজাত আত্মজ্ঞানলাভ উদ্দেশ্যে সদ্গুরুর অনুসরণ করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত আশ্রমত্রয়সাধ্য ক্রিয়া, কর্ম্মফলভোগসম্পাদনার্থ উপযুক্ত শরীর নির্ম্মাণ করে, শরীর প্রাপ্ত জীব শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণবৃত্তিঅনুসারে ফলভোগনিষ্পত্তির জন্য নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; কর্ম্মজন্য শরীর ও শরীর জন্য কর্ম্ম। কর্ম্ম থাকিতে শরীরগ্রহণ নিবৃত্ত হইবার নহে, এবং শরীর থাকিলে কর্ম্ম অপরিহার্য্য; সুতরাং শরীরধারী জীব শরীরেন্দ্রিয়যাত্রা নির্ব্বাহার্থ অনুরাগনির্ভরচিত্তে নানারূপ শুভাশুভকর্ম্মাসক্ত হইয়া প্রিয়াপ্রিয়রূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ শরীরপ্রাপ্তি ঘটে। এইরূপে জন্মমরণপ্রবাহপরম্পরানুগত সংসারচক্র নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। এই ঘূর্ণায়মান সংসারচক্রের মূল কারণ অজ্ঞান। ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশপ্রকরণে বিশেষরূপে অজ্ঞাননাশ বিহিত হইয়াছে। অজ্ঞানবিনাশ সাধনে একমাত্র ব্রহ্মগতিপ্রদা

বিদ্যা পটীয়সী ; কর্ম্ম অবিদ্যাবিনাশে সমর্থ নহে। যেহেতু কর্ম্ম অজ্ঞানসম্ভূত এবং অজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। উৎপন্ন কার্য্য নিজ কারণে বিনষ্ট বা লীন হয়, পরন্তু কারণবিনাশে সমর্থ হয় না। অজ্ঞানের অবিরুদ্ধ হওয়ায় কর্ম্ম অবিদ্যানিরোধ করিতে পারে না। অতএব নিজস্বরূপানভিজ্ঞ, মোহমুগ্ধ, কর্ম্মাসক্ত-জীবের অজ্ঞানহানির সম্ভাবনা নাই। বিষয়ানুরাগও অনিবৃত্ত থাকিয়া যায়। পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠান বশতঃ গর্ভবাস, জন্মজরা-মরণাদিরূপ সংসারনিবৃত্তি হয় না। অতএব হংসবৎ সারাসার, নিত্যানিত্যবিবেচনশীল বিদ্বান্ জীব, জগৎ ও ব্রহ্মবিষয়ক বিচারবান্ হইয়া নিজস্বরূপজ্ঞান অবধারণার্থ যত্নবান হইবেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে বিদ্যা যেমন চতুর্থপুরুষার্থসাধন-রূপে বেদে বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রাণধারী জীব সম্বন্ধে বেদোক্ত এবং বেদমূলকশাস্ত্রপ্রতিপাদিত ধর্ম্মকর্ম্মকর্ত্তব্যতাও পুরুষার্থসাধন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে "অথত্যজেৎক্রিয়াঃ" ইত্যাদি ভগবদ্বচনদ্বারা কর্ম্মত্যাগপুরঃসর "তস্মাৎবুধোজ্ঞানবিচারবান্‌ভবেৎ" ইত্যাদি রামগীতোক্তবচন-প্রমাণ ও শ্রুতিবচনপ্রমাণ উপন্যস্ত করিয়া কেবলজ্ঞান পুরুষার্থমোক্ষসাধনরূপে গৃহীত হইতেছে কেন? এবং বিদ্যাসহায়ককর্ম্মকে মোক্ষসাধনরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? অপিচ, "বীরহা বা এষ দেবানাং যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইত্যাদি-শ্রুতি কর্ম্মত্যাগে দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব মুমুক্ষুব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। যদি বল, ধ্রুবকার্য্যকারিণী, স্বতন্ত্রা বিদ্যা মোক্ষস্বরূপাবির্ভাববিষয়ে স্বয়ং সমর্থা, সুতরাং মহিমময়ী বিদ্যা

স্বকার্য্যসাধনার্থ মনেও সাধনান্তরাপেক্ষা রাখেন না, একথা ঠিক নহে, কেননা চাতুর্ম্মাস্যযাগ স্বীয় অক্ষয্যসুকৃতফলসাধনে যেমন কারকান্তর আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ বেদবিধিপ্রকাশিত ব্রহ্মবিদ্যাও কর্ম্ম সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াই মোক্ষের বিশিষ্টসাধনরূপে পরিগণিত হন। একটী পক্ষের সাহায্যে কখনই পক্ষী আকাশে উড়িতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদীগণের মত দৃষ্টবিরোধবশতঃ অসমীচীন। যেহেতু দেহাভিমানপ্রযুক্ত কর্ম্ম অভিবর্দ্ধিত হয়, আর বিগতাহঙ্কারপুরুষেরই বিদ্যা প্রসিদ্ধিলাভ করে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, অহংকৃতিসাধ্য কর্ম্ম, নিরহংকারপুরুষপ্রাপ্য বিদ্যার সহিত সমুচ্চিত হইতেই পারে না। বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞানপ্রতিপাদক পূজিত বেদান্তবাক্যবিচারজনিত চরম-ব্রহ্মাত্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তিরূপবিশুদ্ধ ব্রহ্মাত্মবিদ্যা, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণাদিরূপ-নিখিলকারক বিনষ্ট করিয়া আত্মোদয় লাভ করেন। পক্ষান্তরে পরাভিমতকর্ম্ম নিখিল কারকব্যাপারের সহায়তাভিন্ন আত্মলাভ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব সুবিদ্বান্ ব্যক্তি অশেষতঃ কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন সূর্য্যে অন্ধকারের ন্যায় বিদ্যা ও অবিদ্যার সহভাব সম্ভাবিত নহে। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী মুমুক্ষু মানব "আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তিবিষয় হইতে অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সর্ব্বদা অনন্যমানসে আত্মানুসন্ধানপরায়ণ হইবেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবিদ্যা বশতঃ অনাত্মশরীরেন্দ্রিয়াদিবাহ্যপ্রপঞ্চে আত্মবুদ্ধি থাকিবে, তাবৎপর্য্যন্ত বিধি, নিষেধ, যজ্ঞ, ও সন্ধ্যাতর্পণাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকলাপের কর্ত্তব্যতা বেদে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শরীরেন্দ্রিয়াদি

ধর্ম্মবর্জ্জিত, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-নিবর্ত্তক, অকর্ত্রাত্মব্রহ্মৈক্যবিজ্ঞান সমুদিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মবিধিবাদবশবর্ত্তী হইয়া চিত্তশুদ্ধ্যর্থ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করাই ন্যায়তঃ ও শাস্ত্রতঃ সঙ্গত। ব্রহ্মাদিদেবগণ, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ, নারদ, দক্ষাদি প্রজাপতি, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি দেব, দেবর্ষি, মহর্ষিগণ মহাপ্রভাবসম্পন্ন হইযাও এখনও পর্য্যন্ত নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদিবিহিতক্রিয়া পরিত্যাগ করেন নাই। আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, ঔদাস্যাদিদোষ অথবা অনভিজ্ঞতাপ্রসূত নাস্তিকতা ও উপেক্ষাপরতন্ত্র হইয়া যাহারা বিহিতক্রিয়া রহিতঅবস্থায় কালাতিপাত করে, শাস্ত্রমর্য্যাদালঙ্ঘনজন্য অধর্ম্মের ফলস্বরূপ তাহাদিগের দুঃসহ নরকযাতনা অবশ্যম্ভাবিনী।

শব্দস্পর্শাদিদৃষ্ট ও দেবলোকাদি আনুশ্রবিকবিষয়ে বৈতৃষ্ণ্যসম্পাদনপূর্ব্বক বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্য ও গুণপুরুষবিবেকখ্যাতিসঞ্জাতগুণবৈতৃষ্ণ্যরূপপরমবৈরাগ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অনন্ত জন্মার্জ্জিতকামকর্ম্মদূষিত পিশাচী চিত্তবৃত্তি পরমাত্মীয়ের ন্যায় সমুপস্থিত হইয়া নিয়োপন্যস্ত মনোজ্ঞ শব্দাদিবিষয়সৌন্দর্য্য উপস্থাপন ও তিরস্কার পূর্ব্বক সাধককে মার্গভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে।

"শৃণ্বন্তু মধুরান্ শব্দান্ বীণানারীমুখোদ্গতান্।
স্পৃশন্তু মৃদুলাঃ শয্যাস্তথা সারঙ্গলোচনাঃ॥ ১॥
পশ্যন্তু কণকাদ্যানি নারীরূপাণি সর্ব্বদা।
ভক্ষয়ন্তু চ লেহ্যাদি বিধান্যন্নান্যহর্নিশম্॥ ২॥
ভালে কুরুধ্বং কস্তুরী মৌলৌকুসুমমালিকা।
চিন্তয়ন্তু সদা সৌখ্যং মম ভূয়োভবেদিতি॥ ৩॥

অপিচ,—

"রম্যং হর্ম্যতলং, নবাঃ সুনয়না, গুঞ্জদ্দ্বিরেফালতাঃ,
প্রোন্মীলন্নবমল্লিকাঃ সুরভয়োবাতাঃ সচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ।
কনকসিকতিলস্থলাঃ স্রবন্তীঃ, পৃথুজঘনাঃ কমলাননাবরোধাঃ।
মরকতদলকোমলা বনালী, উপনিজপুণ্যার্জ্জিতাংশ্চ সর্ব্বভোগান্ ॥৪
শ্রোণিভারভরালসা দরগলন্মাল্যোপবৃত্তিচ্ছলাৎ,
লীলোৎক্ষিপ্তভুজোপদর্শিতকুচোন্মীলন্নখাঙ্কাবলিঃ।
নীলেন্দীবরদামদীর্ঘতরয়া দৃষ্ট্যাধয়ন্তী মনো,
দোলান্দোলনলোলকঙ্কণরণৎকারোত্তরং সর্পতি ॥ ৫ ॥
দলিতকুচনখাঙ্কমঙ্কপালীংরচয়মমাঙ্কমুপেত্যপীবরোরু।
অনুহর হরিণাক্ষি! শঙ্করাঙ্কস্থিতহিমশৈলসুতাবিলাসলক্ষ্মীম্ ॥ ৬ ॥
আলিঙ্গনং ভুজনিপীড়িতবাহুমূলং,
ভগ্নোন্নতস্তনমনোহরমায়তাক্ষ্যাঃ।
ভিক্ষোপবাসনিয়মার্কমরীচিদাহৈ-,
র্দেহোপশোষণবিধিঃ কুধিয়াং কচৈষঃ ॥ ৭ ॥
ত্যাজ্যংসুখং বিষয়সঙ্গমজন্মপুংসাং,
দুঃখোপসৃষ্টমিতিমূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্‌জিহাসতিসিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্,
কোনামভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী ॥ ৮ ॥"

চিত্তবৃত্তিউপদর্শিত মনোজ্ঞবিষয়সৌন্দর্য্যপ্রলোভনপ্রকাশক শ্লোকগুলির অনুবাদ করিয়া প্রস্তাবিত প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি করিলাম না। অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিয়া লইবেন। চিত্তবৃত্তির প্রবোধনের

অন্য প্রতিপক্ষভাবনারূপে যে সকল শ্লোক প্রমাণ উদ্ধৃত করিব, পাঠকগণের কৌতূহলনিবৃত্তিরজন্য তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদার্থ আয়াসাঙ্গীকারে কুণ্ঠিত হইব না।

"ইত্যাদিবহুজল্পন্তীং চিত্তবৃত্তিং কিলাবলাম্।
বিবেকাশ্রম আহৈতোং হসন্‌কিঞ্চিন্নিজাগ্রজাম॥ ১॥

চিত্তবৃত্তে। বিপর্য্যস্তা সতী ত্বং ভাষসে বহু।
তদস্তনাম কিং বা নঃ ক্ষীয়তে বহুভাষিতৈঃ॥ ২॥

অবিবেকতমোজালং নিরাকর্ত্তুং ন হি ক্ষমঃ।
সূর্য্যকোটিপ্রভাপুঞ্জঃ কা কথাত্রান্যতেজসাম্॥ ৩॥

অবিদ্যায়াংনিমগ্নানাং সৈবাতিমধুরায়তে।
বিট্‌কৃমিঃ কিং বিজানাতি মাধুর্য্যং শর্করাশ্রয়ম্॥ ৪॥

লোকালোকাৎ পরংভাগমাশ্রিতা যে হি জন্তবঃ।
তে কিং জানন্তি রূপাণি স্বর্ণাদিগতান্যপি॥ ৫॥

অবিবেকী বিজানাতি তত্ত্বার্থং যদি কশ্চন।
বধিরোপি বিজানীয়াৎ তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিতান্‌স্বরান্॥ ৬॥

তত্ত্বমাধুর্য্যবিজ্ঞঃস্যাৎ যস্ত্ববিবেকসংশ্রয়ঃ।
মাতৃস্তন্যরসাভিজ্ঞস্তদা স্যাৎ কমঠার্ভকঃ॥ ৭॥

অজ্ঞানাভিনিবিষ্টানাং তত্ত্বগন্ধোঽপি দুর্ম্মিলঃ।
কর্পূরসৌরভাভিজ্ঞাঃ ভিন্নাঃ কিং লশুনপ্রিয়াঃ॥ ৮॥

ত্রিভেদতাপতপ্তানাং তত্ত্বছায়া সুখং কুতঃ।
শীতস্পর্শস্তরঙ্গানাং পতঙ্গাঙ্গযুজাং কুতঃ॥ ৯॥

চিত্তবৃত্তে ! ততোঽভদ্রেঽভিনিবেশং পরিত্যজ ।
বিষয়েষু বিধেহ্যস্মদ্বচনেঽবধানতাম্ ॥ ১০ ॥
চিত্তবৃত্তে ! সমাশ্লিষ্য প্রিয়চিৎসুখমীশ্বরম্ ।
দুঃখান্তিবিষয়াসংগংবাঞ্ছন্তী কিং ন লজ্জসে ॥ ১১ ॥
চিত্তবৃত্তে ! মা বৃণীষ্ব বিষয়ান্ ব্যভিচারিণঃ ।
সতিপ্রিয়েঽনুরক্তেঽস্মিন্নাত্মন্যব্যভিচারিণী ॥ ১২ ॥
আত্মানন্দাম্বুধিস্থায়াশ্চিত্তবৃত্তে ! তবাপরৈঃ ।
কিংসুখৈর্দুগ্ধপাথোধিমীনস্যেব পয়োন্তরৈঃ ॥ ১৩ ॥
আত্মৈব সুখরূপস্তে চিত্তবৃত্তে ! প্রিয়ংশ্রিতাঃ ।
বিষয়া নসুখাত্মানঃ কিন্ত্বীষৎসুখহেতবঃ ॥ ১৪ ॥
চিত্তবৃত্তে ! পরিত্যজ্য সুখংকিঞ্চিৎ সুখীভবে ।
যদীচ্ছা তে তং শ্রয়াত্মসুখং বিষয়জংত্যজ ॥ ১৫ ॥
চিত্তবৃত্তেঽবিনাশ্যেব সুখং ত্বং যদি বাঞ্ছসি ।
তর্হিদেহোপাধিনাশাদনাশ্যাত্মসুখংশ্রয় ॥ ১৬ ॥
আন্তরং সুখমাত্মানমবাপ্যান্তঃস্থয়াত্বয়া ।
চিত্তবৃত্তে ! বহির্নিত্যাশ্চিন্ত্যন্তে বিষয়াঃ কুতঃ ॥ ১৭ ॥
সুখাত্মা তৎপ্রকাশাত্মা চিদাত্মা তে করে স্থিতঃ ।
কা চিত্তবৃত্তে ! বাঞ্ছা তে জড়ে বিষয়জে সুখে ॥ ১৮ ॥
যৎপ্রসাদাদ্বিষয়জং সুখং তে প্রতিভাসতে ।
তদাত্মসুখমুৎসৃজ্য চিত্তবৃত্তে ! কিমীহসে ॥ ১৯ ॥
পশুর্গুড়ং বিহায়োচ্চৈঃ যথাযবসমিচ্ছতি ।
তথাত্মসুখমুৎসৃজ্য বিষয়ান্ কিংনু বাঞ্ছসি ॥ ২০ ॥

উষ্ট্রঃ কণ্টকবৃক্ষার্থী ত্যজত্যাম্রস্থপল্লবান্ ।
চিত্তবৃত্তে ! জহাসীথমাত্মানং বিষয়ার্থিনী ॥ ২১ ॥
হন্ত ভ্রমসি কিংনাম শুনীব বিষয়ার্থিনী ।
আত্মানন্দং সমাসাদ্য চিত্তবৃত্তে ! স্থিরাভব ॥ ২২ ॥
গুণান্ হিত্বা পরস্যোচ্চৈঃ খলো দোষান্ যথেক্ষতে ।
হিত্বাত্মানং চিত্তবৃত্তে ! বিষয়ানেবমীক্ষসে ॥ ২৩ ॥
বহুনা কিমিহোক্তেন চিত্তবৃত্তে ! বদামিতে ।
আত্মানন্দেন সংপূর্ণা স্থিরাভব কৃপাংকুরু ॥ ২৪ ॥
নচৈকান্তেন বিষয়াশ্চিত্তবৃত্তে ! সুখপ্রদাঃ ।
উপাত্তা অনুপাত্তা বা প্রায়শো দুঃখদা ইমে ॥ ২৫ ॥
ভৃঙ্গসারঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গশফরীগণান্ ।
নেক্ষসে চিত্তবৃত্তে ! কিং বিনষ্টান্ বিষয়াশয়া ॥ ২৬ ॥
শব্দঃ সুখৈকহেতুশ্চেৎ কোকিলালাপবত্ততঃ ।
প্রার্থ্যতে বিষয়াসক্তৈঃ কিংন রাসভভাষিতম্ ॥ ২৭ ॥
স্পর্শঃ সুখংপ্রদত্তে চেদঙ্গনালিঙ্গনাদিবৎ ।
অঙ্গারালিঙ্গনাদীনি বিষয়ী কিংন বাঞ্ছতি ॥ ২৮ ॥
রূপঞ্চেৎ সুখমাধত্তে ততো বিষয়লম্পটৈঃ ।
কনকস্যেব কাকস্য কিংন রূপমপেক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥
আনন্দপ্রদএব স্যাদ্রসো যদিচ সেবিতঃ ।
রসালফলবত্তর্হি সেব্যং কিং নেন্দ্রবারুণম্ ॥ ৩০ ॥
গন্ধঃ সন্দত্ত আনন্দং যদ্বি মন্দানিলাহৃতঃ ।
ধূপধূমবদেবং স্যাৎ প্রেতধূমোঽপি তোষিতঃ ॥ ৩১

য এব সুখমাধত্তে বিষয়োত্থঃ খদোঽপি সঃ।
অজীর্ণং মরণায়ৈব কল্পতে খণ্ডপায়সম্ ॥ ৩২ ॥
চিত্তবৃত্তে! তত্তোঽনন্তং তথাঽনতিশয়ং সুখম্!
আত্মরূপমুপাদায় স্বস্থাভব ভবৌষধম্ ॥ ৩৩ ॥"

বিবেকাশ্রমসংজ্ঞ-যোগী নিজ অদ্বৈতামৃতগ্রন্থে অবলা অপ্রাজ্ঞা চিত্তবৃত্তিকে পূর্ব্বোক্তরূপে বহুকল্পনাকুশলিনী দেখিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যকরতঃ বক্ষ্যমান উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিবোধিত করিয়াছিলেন। হে চিত্তবৃত্তে! তুমি বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া বহুভাষণ করিতেছ, তোমার যত ইচ্ছা বলিতে পার, তাহাতে আমাদিগের কোন ক্ষতি নাই। কোটিসূর্য্যপ্রভা একত্রিত হইলেও অবিবেকান্ধকারসমূহ দূর করিতে পারে না, অন্য অগ্ন্যাদিতেজের কথা আর কি বলিব? যাহারা অবিদ্যানিমগ্ন, অবিদ্যাবিলাস তাহাদিগেরই ভাল লাগে। পুরীষকীট শর্করাশ্রিত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে কথনই সমর্থ নহে। লোকালোকপর্ব্বতের বহির্ভাগে যাহারা অবস্থিত, সেই সকল জীব সুবর্ণাদিগতরূপমাধুর্য্য জানে না। যদি কোন অবিবেকী ব্যক্তি তত্ত্বার্থ অবগত হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বধিরকেও গায়ককণ্ঠোত্থিত স্বরজ্ঞানে অভিজ্ঞ বলিতে হইবে। যদি অবিদ্যার ক্রোড়লালিত ব্যক্তি তত্ত্ববিদ্যামাধুর্য্যাভিজ্ঞ হন, তবে মাতৃস্তন্যপান করাইয়া কূর্ম্মশাবককেও বলবান করা যাইতে পারে। যাহারা অজ্ঞানাভিনিবিষ্টচিত্ত, তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানগন্ধলাভের সম্ভাবনা নাই। লশুনপ্রিয় কোলভিলগণ কথনও কর্পূরসৌরভজ্ঞানে অভিজ্ঞ নহে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে ত্রিবিধতাপসন্তপ্ত

জীবের তত্ত্বজ্ঞানবৃক্ষের ছায়া লাভ কেমন করিয়া ঘটিবে? দিন-কররথাগ্রেনিযুক্ত অশ্বসপ্তক কখনই শীতস্পর্শানুভব করিতে পারে না। অতএব হে চিত্তবৃত্তে! তুমি কল্যাণবিমুখ হইয়া আর আমাকে প্রলুব্ধ করিও না। বাহ্য অনিত্য বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগ কর এবং অস্মদুক্ত বেদান্তবাক্যে প্রণিধান কর। হে চিত্তবৃত্তে! তুমি চিৎসুখরূপ প্রিয় ঈশ্বরের সমালিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়াও পরিণামদুঃখপ্রদ বিষবসঙ্গবাঞ্ছা করিয়া কেন লজ্জিত হইতেছ না? হে চিত্তবৃত্তে! তুমি সর্ব্বপ্রেমাস্পদ, অব্যভিচারী, অনুরক্ত আত্মানন্দ উপস্থিত থাকিতে ব্যভিচারী বিষয়ে কেন আস্থা প্রদর্শন করিতেছ? দুগ্ধসমুদ্রস্থ মীন্ যেমন জলান্তর আকাঙ্ক্ষা করে না, সেইরূপ আত্মানন্দাম্বুধি প্রাপ্ত হইয়া তোমারও আর বিষয়সুখ প্রার্থনা করা উচিত নয়। হে চিত্তবৃত্তে! একমাত্র আত্মাই সুখরূপ, আত্মাধ্যস্ত বিষয়গুলি কথঞ্চিৎ সুখসাধন হইলেও উহারা প্রকৃত সুখরূপ নহে। হে চিত্তবৃত্তে! যদি তোমার পরিচ্ছিন্ন বিষয়সুখ-ত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন ভূমানন্দে ইচ্ছা হয়, তবে বিষয়জ সুখ ত্যাগ করতঃ আত্মসুখের আশ্রয় গ্রহণ কর। চিত্তবৃত্তে! তুমি যদি নিত্যসুখ ইচ্ছা কর, তবে দেহোপাধিনাশপূর্ব্বক অবিনাশী আত্ম সুখ আশ্রয় কর। তুমি হৃদয় মধ্যে অবস্থিত ও আন্তর আত্মসুখ প্রাপ্ত হইয়া বহির্নিষ্ঠ-বিষয়চিন্তা করিতেছ কেন? সুখ, প্রকাশ ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তোমার করতলে অবস্থিত, জড় বিষয়জাত সুখে তোমার প্রয়োজন কি? যাঁহার প্রসাদে বিষয়জন্য সুখ-প্রতিভাসিত হয়, সেই আত্মসুখ ত্যাগ করিয়া তুমি কেন বৃথা

চেষ্টা করিতেছ ? গবাদি পশু যেমন মাধুর্য্য সম্পন্ন গুড় পরিত্যাগ করিয়া নবজাত তৃণাঙ্কুর ভক্ষণে আগ্রহের সহিত প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ তুমি আত্মসুখ ত্যাগ ও বিষয় বাঞ্ছা করিয়া নিজের পশুত্ব প্রকটিত করিতেছ। উষ্ট্র যেমন নবোদ্গত স্বকণিত সম্মুখেপ্রাপ্ত আম্রপল্লব ত্যাগ করিয়া কণ্টকবৃক্ষ দেখিবা মাত্র সস্পৃহলোচনে স্বভাবদীর্ঘোন্নত গ্রীবা আরও উচ্চ করিয়া ত্বরিতপদে অগ্রসর হয়, হে চিত্তবৃত্তে ! তুমিও সেইরূপ বিষয়ার্থিনী হইয়া করতলগত চৈতন্য প্রকাশ আত্মসুখ ত্যাগ করিতেছ। হে চিত্তবৃত্তে ! আমি দুঃখিত অথবা অনুকম্পান্বিত হইয়া তোমার কাছে যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আর শুনীর ন্যায় আমিষবিষয়ার্থিনী হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ না করিয়া নিজ সমীপস্থ নিত্য নিরতিশয়োৎকৃষ্ট আত্মানন্দলাভ করিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর। খল যেমন মহা-গুণশালী সজ্জনের গুণসমষ্টি পরিত্যাগ করিয়া উচ্চকণ্ঠে দোষের কীর্ত্তন ও অবেক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, হে চিত্তবৃত্তে ! তুমিও সেইরূপ সন্নিহিত আত্মবস্তু পরিত্যাগ করিয়া সস্পৃহমানসে লোলনয়নে বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত করিতেছ।

হে চিত্তবৃত্তে ! আমি তোমাকে আর বেশী কিছু বলিব না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তুমি আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আমার প্রতি কৃপা করতঃ স্থিরভাব ধারণ কর, মর্কটীর ন্যায় আর নিরন্তর নৃত্য করিও না। হে চিত্তবৃত্তে ! আদ্যন্তবিশিষ্ট ব্যভিচারী বিষয় সকল অনবরত সুখপ্রদ নহে, প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্ত হইয়াও কেবল দর্শন ও অনুধ্যান প্রযুক্ত বিষয়নিবহ প্রায়শঃ দুঃখপ্রদ

হইয়া থাকে। হে চিত্তবৃত্তে! সারঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন ও ভৃঙ্গ ইহারা ক্রমান্বয়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাখ্য বিষয়পঞ্চকে মত্তচিত্তে অনুরক্ত হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে। যদি বিষয়াশাপাশবদ্ধ, প্রমাদকুশল, ভোগলম্পট মানব একাকী একদা স্রক্ চন্দনবধূবস্ত্র আদি উপভোগোপচার-ব্যাপারে গাঢ়ানুরাগনির্ভরমানসে শব্দাদি বিষয়পঞ্চকের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই মূঢ়বুদ্ধি নর যে অচিরাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, হে চিত্তবৃত্তে! ইহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? কোকিলের পঞ্চমালাপের ন্যায়, শব্দ মাত্র যদি সুখসাধন হয়, তবে বিষয়াসক্ত মানবেরা রাসভের কর্ণকঠোর বিকট শব্দ শ্রবণ করিতে ভালবাসে না কেন? স্তনভরনাভিবিনিবেশসমন্বিত সুহাসবিকসিতবদননয়নকমলকমনীয়-কান্তাকুলের মৃণালসৌন্দর্য্যাপহারী বাহুলতার বেষ্টন পূর্ব্বক প্রণয়ানু-রাগনির্ভরমানসে সুদৃঢ়গাঢ়ালিঙ্গনজন্য মৃদুল স্পর্শই যদি সুখের কারণ হয়, তবে বিষয়ীলোক অঙ্গনালিঙ্গনের ন্যায় অঙ্গারালিঙ্গন প্রার্থনা করে না কেন? যে রূপজমোহমদিরামত্ত হইয়া পতঙ্গকুল প্রজ্জলিত বহ্নিশিখামধ্যে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণবিসর্জ্জন করে, সেই রূপ যদি সুখের হেতু হয়, তবে বিষয়বিলাসপ্রিয় মানবকুল কনকালঙ্কারতারাহারনিচিত প্রতপ্তজাম্বুনদরমণীয়বর্ণবিভূষিত পৃথুস্তনজঘনোরুসম্পৎশোভমান, রমনীয়রমণীরূপসৌন্দর্য্যের ন্যায় কাকপক্ষীর ঘননিবিড় কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ করে না কেন? রস সেবিত হইলে যদি আনন্দপ্রদ হয়, তবে রসাল ফলের ন্যায় ইন্দ্রবারণাখ্য কটুফল কি সেবনীয় হইতে পারে না? মৃদুমন্দ-

বসন্তানিলাহৃত কদম্ববকুলাদিপুষ্পগন্ধ যদি মানসপ্রফুল্লতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তবে ধূপধূমের ন্যায় প্রেতধূম সমাদরলাভ করিবে না কেন? যে যে বিষয় আমাদের সুখ সাধন বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সকল বিষয় উপযুক্ত মাত্রা অতিক্রম না করিয়া স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের অব্যাঘাতে সেবিত হইয়া সুখ-প্রদ হইলেও সময়ান্তরে দুঃখদান করে। সুখপ্রিয় খণ্ডপায়স অজীর্ণ অবস্থায় আকণ্ঠ ভক্ষিত হইলে মরণেরই কারণ হয়। অতএব হে চিত্তবৃত্তে! তুমি ভবরোগের ঔষধস্বরূপ অতিশয় ও অন্তরহিত আত্মানন্দসুখরস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত ও স্বস্থ হও।"

হে বৎস! তুমি উক্তরূপে নিজ চিত্তচকোরকে সন্তোষামৃত পান করাইয়া সংযত কর, পঙ্ককলুষিত জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, সেইরূপ কামকর্ম্মবাসনাবাসিত অসংযত চঞ্চল অন্তঃকরণে আত্মানন্দাবির্ভাব অনুভূত হয় না। অতএব সর্ব্বাগ্রে কামক্রোধাদি অরিষড়্‌বর্গ ও ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণের নিরোধ সম্পাদনে হিতার্থী মানব মাত্রেরই যত্নপরায়ণ হওয়া উচিত।

বৎস! তুমি আমার সমীপাগত হইয়াছ, তোমাকে মুমুক্ষু, প্রশান্তচিত্ত, শমান্বিত, উক্তার্থাবধারণকুশল ও সেবাতৎপর দেখিয়া আরও কিছু তত্ত্বোপদেশ করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

"ঋণমোচনকর্ত্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচনকর্ত্তা তু স্বস্মাদন্যো ন কশ্চন॥
মস্তকন্যস্তভারাদের্দুঃখমন্যৈর্নিবার্য্যতে।
ক্ষুধাদিকৃতদুঃখন্তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ॥ ১॥

পথ্যমৌষধসেবাচ ক্রিয়তে যেন রোগিণা।
আরোগ্যসিদ্ধির্দৃষ্টাস্থ নান্যানুষ্ঠিতকর্ম্মণা ॥ ২ ॥
বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা স্বেনৈববেদ্যং নতু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব জ্ঞাতব্যমন্যৈরবগম্যতে কিম্ ॥ ৩ ॥
অজ্ঞানযোগাৎপরমাত্মনস্তবহ্যনাত্মবন্ধস্ততএব সংস্থৃতিঃ।
তয়োর্ব্বিবেকোদিতবোধবহ্নিরজ্ঞানকার্য্যংপ্রদহেৎ সমূলম্ ॥ ৪ ॥
অজ্ঞানসর্পদষ্টস্যব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা।
কিমু বেদৈশ্চ ? শাস্ত্রৈশ্চ ? কিমুমন্ত্রৈঃ ? কিমৌষধৈঃ ? ॥ ৫ ॥
আপ্তোক্তিঃখননং তথোপরিশিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতং,
নিক্ষেপঃ সমপেক্ষ্যতে নহি বহিঃশব্দৈস্ত নির্গচ্ছতি।
তদ্বদ্ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভির্লভ্যতে,
মায়াকার্য্যতিরোহিতং স্বমমলং তত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ ॥ ৬ ॥
সংসারকারাগৃহমোক্ষমিচ্ছোরয়োময়ং পাদনিবন্ধশৃঙ্খলম্।
বদন্তিতজ্জ্ঞাঃপটুবাসনাত্রয়ং যোঽস্মাদ্বিমুক্তঃ সমুপৈতিমুক্তিম্ ॥ ৭ ॥
জলাদিসম্পর্কবশাৎ প্রভূতদুর্গন্ধধূতাঽগুরুদিব্যবাসনা।
সংঘর্ষনেনৈব বিভাতি সম্যক্ বিধূয়মানে সতিবাহ্যগন্ধে ॥ ৮ ॥
মোক্ষস্যহেতুঃ প্রথমোনিগদ্যতেবৈরাগ্যমত্যন্তমনিত্যবস্তুষু।
ততঃশমশ্চাপিদমস্তিতিক্ষা ন্যাসঃ প্রসক্তাখিলকর্ম্মণাং ভৃশং ॥ ৯ ॥
ততঃশ্রুতিস্তন্মননং সতত্ত্বধ্যানাদিকং নিত্য নিরন্তরং মুনে।
ততোঽবিকল্পং পরমেত্য বিদ্বান্ ইহৈব নির্ব্বাণসুখং সমৃচ্ছতি ॥ ১০

পিতা ঋণ করিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলে ঋণমোচনকর্ত্তা পুত্র-পৌত্রাদি তাহা পরিশোধ করেন। কিন্তু অজ্ঞানকৃত নিজ সংসৃতিবন্ধ দূর করিতে হইলে, অন্যের অপেক্ষা করা চলে না। মস্তকাপিণ্ড ভারজনিতদুঃখ অন্য ব্যক্তি নিবারণ করিতে পারে; কিন্তু ক্ষুধা-পিপাসাজাত দুঃখ স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেহ দূর করিতে পারে না। যে রোগী পথ্য ও ঔষধ সেবা করে, তাহারই আরোগ্যসিদ্ধি দেখা যায়, অন্যের ঔষধ পথ্য সেবনে অন্যের আরোগ্যলাভ হইতে পারে না। বস্তুর স্বরূপ পরিমার্জ্জিত বোধচক্ষুর্দ্বারা নিজেই জানা দরকার, পণ্ডিত হইলেই বস্তুতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। পূর্ণচন্দ্রের জগদুদ্ভাসি রূপমাধুর্য্য নিজনয়নসাহায্যেই জ্ঞাত হওয়া যায়, অন্যের সাহায্যে কি তাহা লোকে জানিতে পারে? চিদানন্দপরমাত্মস্বরূপ হইলেও অজ্ঞানোপাধিযোগবশতঃ তোমার অনাত্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে। এবং অজ্ঞানোপাধিসম্বন্ধপ্রযুক্তই গর্ভবাস, জন্ম, জরা, মরণপ্রবাহ-পরম্পরাসংসৃতি অনাদিকাল হইতে বীজাঙ্কুরন্যায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। উক্ত অজ্ঞানোপাধি এবং তদুপহিত পরমাত্মচৈতন্যের "মুঞ্জাদিষিকামিব" পঞ্চকোষবিবেকজাত বোধবহ্নি সংসারমূলাজ্ঞানসহিত যাবতীয় মায়া-কার্য্যকাষ্ঠ দগ্ধ করিতে সমর্থ। সত্ত্বরজস্তমোগুণময় প্রচণ্ডমস্তকত্রয়-শোভিত মহাবলবান্ অজ্ঞানরূপ ঘোর মহাসর্পকর্ত্তৃক যে ব্যক্তি দষ্ট হইয়াছে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহৌষধ ব্যতীত অন্য ঔষধ, বেদ, শাস্ত্র ও মন্ত্র তাহার কি করিতে পারে? পুরাকাল হইতে মৃত্তিকা গর্ভেনিহিত কোন মহামূল্যবান্ নিধিলাভ করিতে হইলে কোন এক-জন শ্রদ্ধাভাজন ভ্রমপ্রমাদরহিত বয়োবৃদ্ধ আপ্তব্যক্তির উপদেশরূপ খনন

ইষ্টক ও শিলাদির উৎকর্ষণ এবং দূরে নিক্ষেপ করিবার অপেক্ষা আছে। কেবল মুখের কথায় নিধিলাভ হইবে না। সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যশ্রেষ্ঠের সমীপে অভিবন্দনপূর্ব্বক গমন ও উপদেশ-গ্রহণ, তত্ত্বার্থমনন, এবং তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ধ্যানাদির সাহায্যে মায়াকার্য্য তিরোহিত স্বীয় অমলব্রহ্মস্বরূপতত্ত্ব লাভ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে কুযুক্তির সমাশ্রয়ণে ব্রহ্মানন্দনিধি লাভকরা যায় না। কারারুদ্ধ অপরাধীর চরণযুগলে লৌহনিগড়ের ন্যায় সংসারকারাগৃহাগত অপরাধী মুমুক্ষুজীবের চরণযুগল শাস্ত্র, লোক ও দেহবাসনাত্রয়রূপশৃঙ্খলে সর্ব্বদা শৃঙ্খলিত। যিনি এই পটু এষণাত্রয়-রূপ শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিপ্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। ইহাই তত্ত্ববিদবৃন্দের সিদ্ধান্ত। সৌরভশালী উৎকৃষ্ট অগুরুচন্দনকাষ্ঠের একটী খণ্ড যদি জলসম্পর্কে বহুদিন থাকে, তবে জলীয় সঞ্চিত মলিনতাদিজনিত প্রভূত দুর্গন্ধে উহার দিব্য বাসনা তিরস্কৃত হয়। পরন্তু যদি ঐ অগুরুচন্দনকাষ্ঠকে জলসম্পর্করহিত, মালিন্যবর্জ্জিত ও সূর্য্যকরশুষ্ক করিয়া প্রস্তরফলকে ঘৃষ্ট করা যায়, তবে বাহ্য দুর্গন্ধ দূরীভূত ও দিব্যবাসনার পুনরাবির্ভাব হইতে পারে। সেইরূপ, অন্তঃকরণাশ্রিত অনন্ত দুরন্ত শুভাশুভকর্ম্মবাসনাধূলিবিলিপ্ত হওয়ায় পরমাত্মবাসনা আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। প্রজ্ঞাপ্রস্তরে বিবেক-সংঘর্ষণ করিলে বাহ্য বিষয়বাসনাদুর্গন্ধ তিরোহিত ও চন্দনগন্ধের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মবাসনা স্ফুট প্রতীত হইয়া থাকেন। মোক্ষের প্রথমহেতু, কর্ম্মজন্যঐহিকামুষ্মিকস্রক্‌চন্দনবধুবস্ত্রাদি অনিত্যভোগ্যবিষয়ে অত্যন্ত বৈরাগ্য, অনন্তর অন্তঃকরণনিগ্রহরূপ শম, বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ

দম, চিন্তা, বিলাপ ও প্রতীকাররহিত শীতোষ্ণাদি সর্ব্ববিধ উপস্থিত দুঃখসহনরূপ তিতিক্ষা, প্রসক্তনিখিল কর্ম্মের অত্যন্ত ত্যাগ, ততঃ গুরুমুখোচ্চারণপূর্ব্বক বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও মনন এবং হে মুনে! দীর্ঘকাল নিত্য অবিচ্ছিন্ন ধ্যান করিয়া পরিশেষে সর্ব্ববিকল্পনা-শূন্য পরমাত্মদেবকে প্রাপ্ত হইয়া, বিদ্বান্ ব্যক্তি এই শরীরেই সম্যক্ নির্ব্বাণসুখলাভ করিতে পারেন। অন্যথা যোষিৎ, হিরণ্য, আভরণ ও অম্বরাদি মায়ারচিতদ্রব্যে উপভোগবুদ্ধিতে প্রলোভিত মূঢ়, নষ্ট-বিবেক হইয়া পতঙ্গের ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হয়। লৌহ এবং দারুময়-পাশে নিবদ্ধ পুরুষ বরং মুক্ত হইতে পারে, পরন্তু পুত্রদারময় পাশবদ্ধ-জীবের কোন দিনই মুক্তিসম্ভাবনা নাই।

বৎস! তোমার প্রার্থনানুসারে শাস্ত্রসিদ্ধান্তসংক্ষিপ্তসারসংগ্রহ করিয়া পরিমিত ভাষায় আত্মমতিবিভবানুসারে আবশ্যকমত কিঞ্চিৎ বিবেক বৈরাগ্য ও জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ করিলাম। এক্ষণে ভক্তিও ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ এবং ফলবিবেকবিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মনে রাখিও মৃত্যুকাল অনিশ্চিত, কেশমুষ্টিগ্রহণ করিয়া যম আকর্ষণ বিকর্ষণ করিতেছে। আর সময় নাই ভাবিয়া নিয়ত মহাজনেরা ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন; আগামী দিবসের কার্য্য অদ্য ও সায়ংকালের কার্য্য প্রাতঃকালে, আপরাহ্নিককৃত্য মধ্যাহ্নে সমাপন করেন; এবং বিবেচনাশীল বুদ্ধিমান্ মানব মাত্রেরই ঐরূপ আচরণ করা উচিত।

"শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্ মুমুক্ষোর্মুক্তের্হেতূন্ বক্তি সাক্ষাৎ শ্রুতের্গীঃ।
যো বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্যমোক্ষোঽবিদ্যাকল্পিতাদ্দেহ বন্ধাৎ॥"

গুরু, বেদান্তবাক্য ও পরমেশ্বরে বিশ্বাসরূপ 'আস্তিকী বুদ্ধিবৃত্তি শ্রদ্ধা ; পরমেশ্বরে প্রেম অনুরাগ ও প্রীতিরূপ ভক্তি, ও ধ্যানযোগ মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষলাভের সাধন, সাক্ষাৎ শ্রুতি একথা বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব সাধকমাত্রেরই অদ্বৈতবাসনাসম্পাদন-সমর্থ পরমেশ্বরের আরাধনা করা উচিত। যে সাধক শ্রদ্ধাভক্তি-ধ্যানযোগ সহকারে বিশ্বনাথের আরাধনা করেন, তিনি অবিদ্যা-কল্পিত দেহবন্ধ হইতে বিমুক্ত হন। যদিচ ব্রহ্মবিদ্যাই একমাত্র মোক্ষসাধন, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যালাভ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তপ্রসন্নতার জন্য ভক্তিযোগের অনুশীলন করিতে হইবে। অপরা ও পরাভেদে ভক্তি দ্বিবিধ; যাহাতে হেতু ও ফলানুসন্ধান আছে তাহা অপরা, এবং হেতু ও ফলানুসন্ধানরহিত পরাভক্তি। অপরাভক্তি পরাভক্তির কারণ। ভক্তিযোগে প্রাণিমাত্রই অধিকারী। ভগবদ্‌গুণ, চরিত্র যশঃ, কীর্ত্তি ও রূপবর্ণনাপ্রধান শাস্ত্রের অধ্যয়ন, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও রূপধ্যান ভক্তির সাধন। ভগবৎবিষক প্রেমোৎকর্ষ ভক্তি-ফল। ভগবদ্‌গুণবর্ণনাপ্রধানশাস্ত্রশ্রবণজনিত দ্রবীভাবাপন্ন ভগবদাকার-গ্রহণসমর্থ সবিকল্পক মনোবৃত্তিই ভক্তির স্বরূপ। সর্ব্বভূতে যিনি ভগবদ্‌ভাব উপলব্ধি করেন, এবং শ্রীভগবৎস্বরূপে যিনি সর্ব্বভূত অবলোকন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম। ভাগবতোত্তম ভক্তের হৃদয়ে বিষয়াভিলাষ স্থানপ্রাপ্ত হয় না ; তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কেবল ভগবানেরই ভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। ভক্তকুলচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, আমি কামনাশূন্যহৃদয়ে তোমার ভক্ত হইতে ইচ্ছাকরি, এবং তুমি আমার কাছে একমাত্র ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি উপহার প্রাপ্ত

হইবার যোগ্য। রাজা ও সেবকের ন্যায় তোমাতে আমাতে অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। পৃথু বলিয়াছেন, হে নাথ! মহাপ্রলয়ান্তস্থায়ী ধ্রুবপদ, রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য কামনা করিনা, আমার একমাত্র কামনা এই যে, আমি যেন সর্ব্বদা তোমার চরণসরোজাসবপান করিয়া তোমার ভাবে বিভোর থাকিতে পারি; এবং মহত্তম ভক্তের অন্তর্হৃদয় ও মুখনির্গত কর্ণমনোরসায়ন তোমার গুণগান নিরন্তর শ্রবণ করিতে পারি। বৃত্র বলিয়াছেন, নাকপৃষ্ঠ, পারমেষ্ঠ্য, সার্ব্বভৌম, রসাধিপত্য, যোগসিদ্ধি অথবা জন্মান্তররাহিত্য, তোমাকে ছাড়িয়া এসকলের কিছুই আমি চাহি না। হে নলিননয়ন! তুমি দুরবগম আত্মতত্ত্বপ্রবোধনের জন্য অবতারশরীর ধারণ করিয়া যে নিজচরিত-মহামৃতাব্ধি সৃজন করিয়াছ, তাহাতে অবগাহনকুশল তোমার ভক্তগণ অপবর্গ পর্য্যন্ত তুচ্ছবোধ করেন। শ্রীভগবচ্চরণাম্বুজাসবপানমত্ত ভাগবতোত্তমগণ নিরতিশয়োৎকৃষ্ট মোক্ষফলনিরপেক্ষ ও পরবৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া নিকৃষ্ট ফলান্তরে অনুরাগ না হওয়া প্রযুক্ত একমাত্র পরমানন্দরূপ পরমাত্মবস্তুকেই পরমপ্রেমাস্পদ জানিয়া তাঁহাতেই রতি প্রীতি ও প্রেমানুরাগ অনুশীলন করতঃ পরা শান্তি অনুভব করিতে থাকেন। এই বিষয়ে ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। "ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যাভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ প্রবোধঃ। ভবন্তি-বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥" পূর্ব্ববর্ণিত উপদেশ অনুসারে আদি অচ্যুত পুরুষের চরণযুগল অনুবৃত্তিসহকারে নিরন্তর ভ্রমরকীটের ন্যায় যিনি ভজন করেন, সেই ভাগবতোত্তম সাধক ক্রমশঃ ভক্তি,

বিরক্তি ও ভগবৎপ্রবোধ সম্পন্ন হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারেন।

প্রসঙ্গাধীন এস্থলে একাদশ ভক্তিভূমিকা কীর্ত্তন করিতেছি। প্রথমতঃ মহাজনের সেবা, সেবাসন্তুষ্টমহাজনের করুণালাভ, মহাপুরুষোক্তধর্ম্মে শ্রদ্ধা, অনন্তর হরিগুণগান শ্রবণ, পরে রত্যঙ্কুরোৎপত্তি, ততঃ ভগবৎস্বরূপাধিগম, পরানন্দবিষয়ে প্রেমবৃদ্ধি, প্রেমবৃদ্ধি বশতঃ পরানন্দের অস্ফুরণ, অনন্তর ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠা, তৎপরে ভগবচ্চরিত্রান্তকরণপ্রিয়তা, অথ প্রেমের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি; এই একাদশ ভক্তিভূমিকা কথিত হইল। ভক্ত সাধনবলে ক্রমশঃ ঐ সকল ভক্তিভূমিকা লাভ করিতে পারেন।

ভক্তি ও ভগবৎপ্রবোধ ভিন্নপদার্থ। ভক্তি সাধন, ভগবৎপ্রবোধ সাধ্য; চতুর্ব্বিধ সাধকের মধ্যে জ্ঞানসাধক ভগবানের আত্মস্বরূপ, অনন্যভক্তিবলে সাধক ভগবানকে জানিতে, দেখিতে ও ভগবৎস্বরূপে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে পারেন। গীতায় শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন, সতত উদ্‌বুক্তচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক যাহারা আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে তথাবিধ বুদ্ধিযোগ দান করি, যাহা দ্বারা পরিণামে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। ভগবান্ যেমন ও তাঁহার যথার্থ যে রূপ তাহা ভক্তি দ্বারা অভিজ্ঞাত হওয়া যায়। গীতার এমন অনেক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের প্রতিপাদ্য তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানের সমান পবিত্র আর কিছু নাই, এবং পবিত্র জ্ঞানের সাহায্যে পরমাত্মসজ্ঞক পুরুষোত্তমকে পাওয়া যায়। ভক্তি, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখিতে, শুনিতে ও আস্বাদন করিতে

খুব ভাল, কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্কের মত প্রেমভক্তিমধ্যে কিছু 'অজ্ঞান' সম্পর্ক আছে, সেই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"। ইতি।

"ভক্তির্বিরক্তি ভগবৎপ্রবোধঃ" ভক্তি না হইলে বিষয়বৈরাগ্য হইতে পারে না। শ্রীভগবানের অনুগ্রহবশতঃ যিনি বিষয়ে বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কাছে এই সংসার অতিতুচ্ছ, তাহাই এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

"শ্রিয়োজ্বালালোলা বিষয়জরসাঃ প্রান্তবিরসাঃ,
বিপদ্গেহং দেহং মহদপিধনংভূরিনিধনম্।
বৃহচ্ছোকো লোকঃ সততমবলানর্থবহুলা,
তথাপ্যস্মিন্ ঘোরে পথিবতরতা নাত্মনিরতাঃ॥" ১॥

"পান্থানামিব বর্ত্মনি, ক্ষিতিরুহাং নদ্যামিবভ্রশ্যতাং,
মেঘানামিব পুষ্করে, জলনিধৌ সাংযাত্রিকাণামিব।
সংযোগঃ পিতৃমাতৃবন্ধুতনয়ভ্রাতৃপ্রিয়াণাং যদা,
সিদ্ধোদূরবিয়োগএব বিদুষাং শোকোদয়ঃ কস্তদা॥" ২॥

"বশং প্রাপ্তে মৃত্যোঃ পিতরিতনয়ে বা সুহৃদি বা,
শুচা সন্তপ্যন্তে ভৃশমুদরতাড়ং জড়ধিয়ঃ।
অসারে সংসারে বিরসপরিণামে তু বিদুষাং,
বিয়োগো বৈরাগ্যং দ্রঢ়য়তি বিতন্বন্ শমসুখং॥" ৩॥

সম্পদৈশ্বর্য্যরূপিণী শ্রী অগ্নিশিখার ন্যায় চঞ্চল, বিষয়রসভোগ আপাতমধুর হইলেও পরিণামে বিরসত্বপ্রাপ্ত হয়, দেহ, বিপদ্গৃহস্বরূপ, মহাধনপ্রাপ্তি বিপদের হেতু, সংসারের লোকসকল সর্ব্বদা

শোকাচ্ছন্ন, অবলাসমূহ বহুঅনর্থসঙ্কুল, তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে সকলে উক্তরূপ ঘোর বিষয়মার্গে বিচরণ করে, ভুলিয়াও আত্মরতি অনুভব করিতে অবসর পায় না। পথিবিচরণকারী প্রাণি যেমন পথিকের সহিত মিলিত হয়, তীরস্থ মহীরুহ ভ্রশ্যমান হইয়া যেমন নদীস্রোতে মিলিত হয়, আকাশে বায়ুবশে মেঘসকল যেমন একত্রিত হয়, জলনিধিতে পোতবণিকগণ যেমন অপর পোতবণিকের সহিত সংযুক্ত হয়, পিতৃমাতৃবন্ধুতনয়ভ্রাতা ও প্রিয়জনের সহিত আমাদের সংযোগ যখন সেইরূপ, তখন আত্মীয় পরিজনবর্গের সহিত দূরবিয়োগ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তির শোকোদয় কেন হইবে? পিতা তনয় অথবা সুহৃদ্‌বর্গ মৃত্যুবশপ্রাপ্ত হইলে মূর্খলোকেরা উদরতাড়নসহ অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হয়, পক্ষান্তরে- পরিণামবিরস অসার সংসারে স্বজনবর্গের বিয়োগ শমসুখ বিস্তৃত করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তির বৈরাগ্যকে দৃঢ় করে।

এই বিপুল সংসারে কত স্ত্রী, পুত্র, পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ প্রাপ্ত হইয়াছ, কোটি মাতার স্তনপান করিয়াছ, কিন্তু এ সকলই বিদ্যুৎপাতের ন্যায় ক্ষণিক উজ্জ্বল সম্বন্ধ মাত্র। অতএব সর্ব্বদা হৃদয়ে জগতের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া সুখী হও। মৃত্যু মস্তকের উপরে জরা অথবা ঘোর সর্পরূপ ধারণ করিয়া নিরন্তর নৃত্য করিতেছে, স্ত্রীপুত্রাদিরূপ পরিগ্রহময় গৃধ্রকর্তৃক সর্ব্বদা জগৎ গ্রস্ত হইতেছে। অবোধবহুল লোভজন্য ধুলি, বোধজলে পরিধৌত করিয়া সন্তোষামৃতসাগরজলে মগ্ন হইয়া সুখে জীবন ধারণ কর। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া হাস্যবিকসিতমুখে কথা কহিলেই তাহাকে

তিরস্কার করা হয়। অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলে চিত্তপ্রসন্নতা সম্পাদন করা উচিত। দুর্ব্বাক্য বলিলে কুশলপ্রশ্ন করিবে। আর যদি প্রহার করিতে উদ্যত হয়, তবে নিজ দুরিত খণ্ডন জন্য উৎসব করিতে হইবে। উক্তরূপ আচরণ করিয়া সাধু ব্যক্তিরা ক্রোধজয় করেন। বনে বনে বৃক্ষ সকলের সুমিষ্টফল বিনা পরিশ্রমে ইচ্ছামত পাওয়া যায়, পবিত্র নদীসকলের শিশিরমধুর জল স্থানে স্থানে পাইতে পার, সুললিতলতাপল্লবময়ী মৃদুস্পর্শশয্যার অভাব নাই। এই সকল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী অযত্নলভ্য উপকরণ থাকিতে ধনবান লোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া মূর্খ কৃপণব্যক্তি অকারণ সন্তাপ সহ্য করিয়া থাকে। বৎস! তুমি সন্তোষ ক্ষমা ও অক্রোধ আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরের চরণকমলে চিত্তস্থির করিতে চেষ্টা কর।

"সমাহিতান্তঃকরণঃস্বরূপে বিলোকয়াত্মানমখণ্ডবৈভবম্।

বিচ্ছিন্ধিবন্ধংভবগন্ধগন্ধিতং যত্নেন পুংস্ত্বং সফলীকুরুষ্ব॥"

"স্বস্যাবিদ্যাবন্ধসম্বন্ধমোক্ষাৎ সত্যজ্ঞানানন্দরূপাত্মলব্ধৌ।

শাস্ত্রংযুক্তির্দেশিকোক্তিঃ প্রমাণং চান্তঃসিদ্ধা স্বানুভূতিঃপ্রমাণম্॥"

সমাহিত অন্তঃকরণে অখণ্ডবৈভবআত্মস্বরূপবিলোকন কর। ভবগন্ধগন্ধিত সংসারপাশ, ছেদন কর এবং যত্নের সহিত নিজ পুরুষত্ব সফল কর। বৎস! আমি এই সংসারজ্বালা দূর করিবার উপায় নিজবুদ্ধিবৈভবানুসারে তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। এ বিষয়ে শাস্ত্র, যুক্তি, আচার্য্যের উপদেশ ও অন্তঃসিদ্ধ অনুভব প্রমাণ-স্বরূপ জানিবে। মৎকথিত উপদেশসুধা পান করিয়া যদি তোমার

পিপাসানিবৃত্তি না হইয়া থাকে, তবে তোমাদের ন্যায় বীতরাগ, ক্ষীণপাপ, মুমুক্ষু অধিকারীকে প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ জগদ্গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে "আত্মবোধ" উপদেশ করিয়াছেন, যত্নের সহিত তাহার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হও।

পদপদার্থতত্ত্ববিবেকসম্পন্ন পুরুষের অপেক্ষা না থাকিলেও সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানার্থী মানবনিবহের বোধসৌকর্য্যার্থ আমি বঙ্গভাষায় পয়ারছন্দে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিত আত্মবোধের যথাসাধ্য তাৎপর্য্যানুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানিনা, সুধীসমাজের উপর দোষগুণনির্ণয়ভার অর্পণ করিলাম। ইতি। কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

সভাসম্পাদক—ব্রহ্মচারী—

শ্রীবিপিনবিহারিদেবশর্ম্মবেদান্তভূষণঃ।

আত্মবোধঃ।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥ ১॥

বোধোহন্যসাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনম্।
পাকস্য বহ্নিবজ্জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিদ্ধ্যতি॥ ২॥

তপ আদি ক্রিয়াযোগ, শমাদি সাধন।
সাধিয়া, নিষ্পাপ যাঁরা বীতস্পৃহ হন॥
তথাবিধ জিতেন্দ্রিয়-মুমুক্ষু-বাঞ্ছিত।
আত্মজ্ঞান-উপদেশ বেদান্তে বিহিত॥ ১॥

জ্ঞান, কর্ম্ম, উপাসনা; মোক্ষের সাধন।
শ্রেষ্ঠ কিন্তু অপরোক্ষ-আত্মপ্রবোধন॥
পাককার্য্যে শ্রেষ্ঠ যথা অনল জ্বলিত।
আত্মজ্ঞান বিনা মুক্তি নহে সম্ভাবিত॥ ২॥

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ ॥ ৩ ॥
পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব ॥ ৪ ॥
অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং ।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥ ৫ ॥

অবিদ্যা-প্রেরিত কর্ম্ম, নাহিক বিরোধ ।
অবিরোধে নাহি হয় অবিদ্যা-নিরোধ ॥
ব্রহ্মগতিপ্রদা বিদ্যা অবিদ্যানাশিনী ।
সূর্য্যপ্রভা তমঃসজ্ব নাশে বিকাশিনী ॥ ৩ ॥
অজ্ঞান আশ্রয়ে আত্মা পরিচ্ছিন্ন প্রায় ।
অজ্ঞান—বিনাশে আত্মা কেবল চিন্ময় ॥
মেঘমুক্ত-নীলাকাশে সূর্য্যবিম্ব মত ।
হৃদাকাশে আত্মজ্যোতিঃ স্বয়ং প্রকাশিত ॥ ৪ ॥
জ্ঞান-আলোচনা হেতু কালুষ্য-অজ্ঞান ।
দূর করি, জ্ঞান জীবে করি সুনির্ম্মল ॥
নিজে নষ্ট হয়, ধীর কিরূপ সন্ধান ।
নির্ম্মলীর রেণু যথা জল নিরমল ॥ ৫ ॥

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধে সত্যসদ্ভবেৎ ॥ ৬ ॥
তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা ।
যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
সচ্চিদাত্মন্যনুস্যূতে নিত্যে বিষ্ণৌ প্রকল্পিতাঃ ।
ব্যক্তয়ো বিবিধাঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ ॥ ৮ ॥

স্বপ্নোপম চরাচর রাগদ্বেষাকুল ।
স্বাপ্ন ব্যবহারে ইহা নহে প্রতিকূল ॥
স্বপ্নে স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সত্য মনে হয় ।
প্রতিবুদ্ধ হ'লে হয় তাহার বিলয় ॥ ৬ ॥
যতক্ষণ নাহি হয় শুক্তিতত্ত্ব জ্ঞান ।
শুক্তিকারজতজ্ঞান তাবৎ প্রধান ॥
সর্ব্বভ্রমাধার ব্রহ্ম অদ্বয় অজ্ঞাত ।
যাবৎ, তাবৎ বিশ্ব সত্য প্রতিভাত ॥ ৭ ॥
সৎ, চিৎ, ব্যাপী, নিত্য, আত্মা ওতপ্রোত ।
তাঁহাতে বিবিধ ব্যক্তি সতত কল্পিত ॥
কেয়ূর কটক আদি অঙ্গ আভরণ ।
নিরত রচিত হয় সুবর্ণে যেমন ॥ ৮ ॥

যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতো বিভুঃ ।
তদ্ভেদাদ্ভিন্নবদ্ভাতি তন্নাশে সতি কেবলঃ ॥ ৯ ॥
নানোপাধিবশাদেব জাতিবর্ণাশ্রমাদয়ঃ ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদিভেদবৎ ॥ ১০ ॥
পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্ ।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

ঘটে, মঠে উপহিত এক মহাকাশ ।
ইন্দ্রিয়-ঈশ্বর বিভু, সর্ব্বভূতে বাস ॥
বিভিন্ন-উপাধিযোগে ভিন্ন আত্মা, নভঃ ।
উপাধি-বিগমে কিন্তু কেবল স্বপ্রভঃ ॥ ৯ ॥
সুর, নর, পশু, পক্ষী উপাধি-বৈচিত্র্য ।
জাত্যাশ্রম, নামরূপ বিকল্পনে সুত্র ॥
ব্রহ্মাণ্ড কল্পনাধার আত্মা অবিকৃতি ।
অবিকৃত জলে রস, বর্ণ আরোপিত ॥ ১০ ॥
শব্দ, স্পর্শ অভিব্যক্তি-বিহীন তন্মাত্র ।
পঞ্চমিলে মহাভূত, স্থূল দেহ গোত্র ॥
পূর্ব্বকর্ম্ম-পুণ্যাপুণ্য-অর্জ্জিত শরীর ।
সুখ, দুঃখ ভোগাশ্রয় নিগমে সুস্থির ॥ ১১ ॥

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্ ।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্ ॥ ১২ ॥
অনাদ্যবিদ্যাঽনির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে ।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ ॥ ১৩ ॥
পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা ॥ ১৪ ॥

জ্ঞান, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ ।
সপ্তদশ অবয়ব, তন্মাত্র উত্থান ॥
মনঃ,প্রাণ, জ্ঞানময় কোষত্রয়-যুক্ত ।
ভোগের সাধন সূক্ষ্ম-শরীর নিরুক্ত ॥ ১২ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র-যুক্তি-সিদ্ধ অনাদি অবিদ্যা ।
সতী বা অসতীরূপে নির্ণয়ে অযোগ্যা ॥
আনন্দ প্রচুর-কোষ কারণ-শরীর ।
উপাধিত্রিতয়-ভিন্ন আত্মবস্তু স্থির ॥ ১৩ ॥
অন্ন, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, আনন্দ পঞ্চক ।
যোগে কোষময় আত্মা, উপাধি-রঞ্জক ॥
সুশুভ্র স্ফটিকোপল, চিদাত্মা নির্ম্মল ।
নীলবস্ত্র-উপাধিজ দেখ অন্তর্ম্মল ॥ ১৪ ॥

বপুস্তুষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ ।
আত্মানমন্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা ॥ ১৫ ॥
সদা সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে ।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥ ১৬ ॥
দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণম্ ।
তদ্বৃত্তিসাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎসদা ॥ ১৭ ॥

দেহকোষ-তুষাবৃত শুদ্ধাত্মা-তণ্ডুল ।
মুষলাবঘাতযোগে তুষ বিনির্ম্মল ॥
শাস্ত্রযুক্তিঅবঘাতে আত্ম নিষ্কাশন ।
করি, কর রহঃ সদা হৃদি সন্দর্শন ॥ ১৫ ॥
সূর্য্যালোক, বায়ু, কিম্বা আকাশের মত ।
সদা সর্ব্বগত আত্মা, নহে প্রতিভাত ॥
সর্ব্বত্র, সলিলে স্বচ্ছ সূর্য্য প্রতিবিম্ব ।
মৃষ্টাদর্শ-স্বচ্ছবুদ্ধি ধরে আত্মবিম্ব ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বরজস্তমঃসাম্যঅবস্থা প্রকৃতি ।
দেহেন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি প্রকৃতি-বিকৃতি ॥
প্রকৃতিবিকৃতি-ভিন্ন আত্মা মহারাজ ।
বৃত্তি, রাজকার্য্য সাক্ষী, জ্ঞাত সুধীরাজ ॥ ১৭ ॥

ব্যাপৃতেম্বিন্দ্রিয়েম্বাত্মা ব্যাপারীবাবিবেকিনাম্ ।
দৃশ্যতেঽভ্রেষু ধাবৎসু ধাবন্নিব যথা শশী ॥ ১৮ ॥
আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ ॥ ১৯ ॥
দেহেন্দ্রিয়গুণান্ কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি ।
অধ্যস্যন্ত্যবিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ ॥ ২০ ॥

শব্দাদি-বিষয়ে জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ।
কর্ম্মফল ভোগজন্য করে বিচরণ ॥
ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে আত্মা ব্যাপারী প্রতীত ।
চলে মেঘ, স্থির চন্দ্র, দেখে বিধাবিত ॥ ১৮ ।
আত্মজ্যোতিঃ-বিভাসিত দেহেন্দ্রিয়মন ।
বুদ্ধি, স্বীয় অর্থ প্রতি ধায় অনুক্ষণ ॥
প্রাচীদিক্-সিমন্তিনী সিন্দুর-তিলক ।
রবিকরালোক হয় লোক প্রবর্ত্তক ॥ ১৯ ॥
দেহেন্দ্রিয়-গুণকর্ম্ম অবিবেকী জন ।
নির্ম্মল আত্মাতে করে মিথ্যা আরোপণ ॥
গগন বিমল, কিন্তু, বলে নীল নভঃ ।
অগুণে গুণের যোগ, গুণের বিক্ষোভ ॥ ২০

অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি ।
কল্প্যন্তেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদি যথাম্ভসঃ ॥ ২১ ॥
রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে ।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা ।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

অজ্ঞানবশতঃ মন-উপাধির যোগ ।
হইলে, কল্পিত জীবে কর্ত্তৃত্বাদি ভোগ ॥
নিশ্চল আকাশ-চন্দ্র হ'লে জলগত ।
জলের চাঞ্চল্য হয় তাহাতে কল্পিত ॥ ২১ ॥
রাগ, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, ভয় ।
বুদ্ধির সত্তাতে সবে প্রবর্ত্তিত হয় ॥
সুপ্তিতে বিলীন বুদ্ধি, নাহি দ্বৈতলেশ ।
অতএব জানিবেন আত্মা নির্ব্বিশেষ ॥ ২২ ॥
স্বতঃ স্বপ্রকাশ সূর্য্য, দশা ব্যবহার ।
অনল, সলিল স্বতঃ শীতোষ্ণ আধার ॥
সৎ, চিৎ, নিত্য আত্মা নির্ম্মলস্বভাব ।
সতত আনন্দরূপ, মূঢ়ে ভিন্ন ভাব ॥ ২৩ ॥

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতি দ্বয়ম্ ।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে ।। ২৪ ।।

আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন জাত্বিতি ।
জীবঃ সর্ব্বমলং জ্ঞাত্বা কর্ত্তা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি ।। ২৫ ।।

রজ্জুসর্পবদাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বা ভয়ংবহেৎ ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞাতং চেন্নির্ভয়োভবেৎ ।। ২৬ ।।

বিজ্ঞানাত্ম-সচ্চিদংশ, অর্থে বুদ্ধিবৃত্তি ।
পরস্পর ধর্ম্মাধ্যাস করিয়া প্রবৃত্তি ॥
ধর্ম্ম, ধর্ম্মী, চিৎ, জড় বিবেকবিহীন ।
"জ্ঞাতা আমি" এইরূপ ব্যবহারে লীন ॥ ২৪ ॥
নিত্যানন্দ-ঘনআত্মা কূট-নির্ব্বিকার ।
বোধহীন জড় বুদ্ধি, বিক্রিয়া আধার ॥
দেখিয়া, জানিয়া জীব অনাত্ম-বিষয় ।
জ্ঞাতা, দ্রষ্টা সেজে নিজে, স্বয়ং মুগ্ধ হয় ॥ ২৫ ॥
রজ্জুতে কল্পিত সর্প, ব্রহ্মে জীবভাব ।
জীবভাবে এ সংসার, সর্পে ভীতি-ভাব ॥
রজ্জুজ্ঞানে সর্পভীতি দূরীভূত হয় ।
জীব নহি, ব্রহ্ম আমি, জানিলে নির্ভয় ॥ ২৬ ॥

আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণিহি ।
দীপো ঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে ॥ ২৭ ॥

স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ ।
ন দীপস্যান্য দীপেচ্ছা যথা স্বাত্মাপ্রকাশতে ॥ ২৮ ॥

নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ২৯ ॥

দেহেন্দ্রিয়মন আদি আর জড় যত ।
এক আত্মজ্যোতিঃ হ'তে সবে প্রকাশিত ॥
দীপ যথা ঘটাদির প্রকাশ সাধন ।
জড় নাহি আত্মবস্তু করে প্রকাশন ॥ ২৭ ॥
আত্মবোধে অন্যবোধ অভীপ্সিত নয় ।
বোধের স্বরূপ আত্মা, শাস্ত্রের নিশ্চয় ॥
দীপের দর্শনে অন্য দীপাপেক্ষা নাই ।
সেইরূপ আত্মবস্তু প্রকাশ সদাই ॥ ২৮ ॥
দৃশ্যাদৃশ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম নিখিল উপাধি ।
নহে দৃশ্যাদৃশ্য, জড় করি নিরসন ॥
চতুর্বেদ-মহাবাক্য-বিচার-সমাধি ।
লভ জীবব্রহ্মঐক্য, যত্নে জ্ঞানধন ॥ ২৯ ॥

অবিদ্যকং শরীরাদিদৃশ্যং বুদ্বুদবৎক্ষরম্ ।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলম্ ॥ ৩০ ॥
দেহান্যত্বান্ন মে জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ ॥ ৩১ ॥
অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদিশ্রুতিশাসনাৎ ॥ ৩২ ॥

অবিদ্যা-নির্ম্মিত দৃশ্য শরীরাদি সর্ব্ব ।
বুদ্বুদ-বিনাশশীল, জ্ঞাত ধীরবর্গ ॥
অচিন্ত্য-রচনা-চিত্র-দৃশ্য-বিলক্ষণ ।
নিরমল ব্রহ্ম আমি, কর সম্বেদন ॥ ৩০ ॥
দেহ হ'তে ভিন্ন আমি, জন্ম, জরালয় ।
হ্রাস, বৃদ্ধি পরিণাম ভাব মাত্রে রয় ॥
শব্দাদি বিষয়, করে ইন্দ্রিয় গ্রহণ ।
আমি নিরিন্দ্রিয়, নাহি বিষয়ে মিলন ॥ ৩১ ॥
শ্রদ্ধা, লজ্জা, স্মৃতি, ধৃতি, রাগ, দ্বেষ, ভয় ।
মানসবিলাস এরা, মনোমাত্রে রয় ॥
মনঃ নহি বিমর্ষাত্মা, সদা প্রস্ফুরণ ।
অপ্রাণ, অমনাঃ, শুভ্র, শ্রুতির শাসন ॥ ৩২ ॥

নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ ।
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ ॥ ৩৩॥
অহমাকাশবৎ সর্ব্বং বহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্ম্মলোঽচলঃ ॥ ৩৪ ॥
নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্ ।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরংব্রহ্মাহমেব তৎ ॥ ৩৫ ॥

নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, অজ্ঞান-অঞ্জন ।
সূর্য্যে অন্ধকার সম, নাহিক কখন ॥
বস্তুশূন্য বিকল্পনা, বিকার রহিত ।
অরূপ নির্ম্মল আমি বিমুক্ত সতত ॥ ৩৩ ॥
ক্ষরাক্ষর যত কিছু বহিরন্তর্গত ।
অচল, আকাশ-কল্প-সঙ্গ বিরহিত ॥
মলিনতাহীন, শুদ্ধ, খাশূকর সম ।
ক্ষরণবিহীন সদা, অহং ব্রহ্মাসীম ॥ ৩৪ ॥
এক আমি নিত্য, শুদ্ধ, বিমুক্ত সতত ।
দেশ, কাল, বস্তু-কৃত খণ্ড বিরহিত ॥
অদ্বয়, অনন্ত, জ্ঞান, নির্ব্বিকাররূপ ।
যিনি, সেই পরব্রহ্ম আমার স্বরূপ ॥ ৩৫ ॥

এবং নিরন্তরাভ্যস্তা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ॥ ৩৬ ॥
বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ ॥ ৩৭ ॥
আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা ॥ ৩৮ ॥

শ্রবণাদি-চতুষ্টয়, চারিটী সাধন।
সাধিয়া, সতত "আমিব্রহ্ম" বিভাবন ॥
সুদৃঢ় ভাবনাজাত ব্রহ্মাত্ম-বাসনা।
হরে মায়াকার্য্য, রস রোগের যাতনা ॥ ৩৬ ॥
মনো-নেত্র-অনুকূল-প্রদেশ-নির্জ্জন।
শুদ্ধবেশে সমাসীন, ইন্দ্রিয় দমন ॥
বিষয়ে বিরক্ত-চিত্ত, অনন্য-মানস।
ভাব এক অনন্তাত্মা, হ'য়ে অনলস ॥ ৩৭ ॥
সমগ্র সংসার-দৃশ্য আত্ম-বিবর্ত্তিত।
এই দৃশ্য অধিষ্ঠানে কর পরিণত ॥
বিচারজ-জ্ঞানবলে সাধক সুধীর।
নভোপম এক আত্মা, চিন্তয় সুস্থির ॥ ৩৮ ॥

রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ৩৯ ॥
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দৈকরূপত্বাৎ দীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥ ৪০ ॥
এবমাত্মারণৌ ধ্যানমন্থনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতির্জ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥ ৪১ ॥

পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান ধনে মহাধনী।
রূপ, বর্ণ, মণি, রত্ন মনে তুচ্ছ গণি ॥
নিরাকাঙ্ক্ষ, সর্ব্বত্যাগী, পরিপূর্ণ চিত্ত।
নিজচিদানন্দরূপে সতত সুস্থিত ॥ ৩৯ ॥
সৃষ্টিকালে বিকল্পিত জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়।
পরমাত্ম-বৃত্তিশূন্য, অতএব হেয় ॥
চৈতন্য আনন্দরূপ একদা বিভাত।
কোটীহর্ম্ম্যবিভাগক স্বয়ং প্রতিভাত ॥ ৪০ ॥
জীবাত্মা অধরারণি, অগ্নি-গর্ভ কাঠ।
প্রণব উত্তরারণি, সর্ব্বতঃ বরিষ্ঠ ॥
ধ্যান-নির্ম্মন্থন-যোগে অবগতি-জ্বালা।
মায়া-কার্য্য কাষ্ঠ দহে, উদিতা বিশালা ॥ ৪১ ॥

অরুণেনেব বোধেন পূর্ব্বসন্তমসে হৃতে ।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥ ৪২ ॥
আত্মা তু সততং প্রাপ্তোপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া ।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা ॥ ৪৩ ॥
স্থাণৌ পুরুষবৎ ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা ।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

গাঢ়রক্ত প্রাচী দিক, অরুণ উদয় ।
নৈশ অন্ধকার দূর, সূর্য্য অভ্যুদয় ॥
বোধারুণ সমুদিত, মায়াকার্য্য তমঃ ।
দূর, আবির্ভূত আত্মা, কোটি সূর্য্যসম ॥ ৪২ ॥
প্রদীপ, চম্পক-কলি আত্মা উপমিত ;
বৃত্তিসাক্ষী ব্যাপী সদা, হৃদি বিরাজিত ॥
অপ্রাপ্ত অবিদ্যাবৃত, অজ্ঞান-বিনাশে ।
পৃষ্ঠলম্বী হার, আত্মা পুনঃ হৃদি ভাসে ॥ ৪৩ ॥
প্রদোষের অন্ধকার, স্কন্ধহীন বৃক্ষ ।
দূর হ'তে ভ্রমে দেখ পুরুষ প্রত্যক্ষ ॥
অবিদ্যা-বিভ্রান্তি-বশে ব্রহ্মে জীবভাব ।
নিজ-তত্ত্বরূপ দৃষ্টে তাহার অভাব ॥ ৪৪ ॥

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জসা।
অহংমমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ ॥ ৪৫ ॥
সম্যগ্‌বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং স্থিতং৷
এবং চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৪৬ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বদঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে ॥ ৪৭ ॥

তত্ত্বব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভবজাত।
প্রত্যক্ষ পরাত্ম-জ্ঞানে অজ্ঞান বাধিত ॥
দিক্‌তত্ত্বজ্ঞানে দিক্‌ভ্রম দূর হয়।
অধিষ্ঠান-তত্ত্বজ্ঞানে জগদ্বিলয় ॥ ৪৫ ॥
সম্যক্ পদার্থতত্ত্ব যাঁর অধিগত।
তাদৃশ বিজ্ঞান-যোগী স্বরূপে নিয়ত ॥
সমস্ত সংসার, আর ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
এক আত্মা সর্ব্বগত জ্ঞানেতে নেহারে ॥ ৪৬ ॥
বিচিত্র-প্রপঞ্চচিত্র-রচনা-আধার।
আত্মা ভিন্ন, নাহি কিছু এ সংসারে আর ॥
মৃত্তিকা হইতে ঘট ভিন্ন নাহি হয়।
জ্ঞান যোগী নিজ আত্মা দেখে সর্ব্বময় ॥ ৪৭ ॥

জীবন্মুক্তস্তত্ত্বদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্ভবেদ্ভ্রমরকীটবৎ ॥ ৪৮ ॥
তীর্ত্ত্বা মোহার্ণবং হত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্।
যোগী শান্তিসমাযুক্তো হ্যাত্মারামো বিরাজতে ॥ ৪৯ ॥
উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্নলিপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ ॥ ৫০ ॥

জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বোপাধিগুণ।
ত্যজিয়া, আনন্দরূপ স্বয়ং নির্গুণ ॥
ভজিয়া সচ্চিৎ ব্রহ্ম জীবত্ব ঘুচায়।
হারায়ে কীটত্ব কীট ভ্রমরত্ব পায় ॥ ৪৮ ॥
জ্ঞানগুরু কর্ণধার, মোহ পারাবার।
উত্তরিয়া, রাগদ্বেষ-রাক্ষসসংহার ॥
করিয়া, প্রকৃতি-বর্গে বেষ্টিত শ্রীরাম।
শান্তিপদে বিরাজিত যোগী আত্মারাম॥ ৪৯ ॥
বাহ্যানিত্য সুখভোগে হইয়া বিরত।
সমাধিজ-আত্মসুখে সদা আনন্দিত ॥
সুসংযত মনঃপ্রাণ, ঘটে যথা দীপ।
গুহাকাশে প্রকাশিছে চিদাত্ম-প্রদীপ ॥ ৫০ ॥

বাহ্যানিত্যসুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ স্বচ্ছঃ স্বান্তরেব প্রকাশতে ॥ ৫১ ॥
উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা ॥ ৫২ ॥
যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানংতদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

দেহস্থ হইয়া মুনি আকাশের মত।
নির্লিপ্ত উপাধিধর্ম্মে, নিজরূপে স্থিত ॥
সর্ব্বজ্ঞতা সুধীসনে, ভিন্নে বিলক্ষণ।
বিহার সর্ব্বত্র, কিন্তু বায়ু-বিচরণ ॥ ৫১ ॥
মনন্‌-নিরত মুনি উপাধির নাশে।
নির্ব্বিশেষ বিষ্ণু-ব্রহ্মে প্রবেশে নিমিষে ॥
জলে জল, তেজে তেজ, ছাড়ি নামরূপ।
অবিভক্ত মহাকাশে ঘটাকাশরূপ ॥ ৫২ ॥
ব্রহ্ম-অবগম লাভে লভ্য পরিশেষ।
নৃপাদিদেবতানন্দ ব্রহ্মানন্দে শেষ ॥
ব্রহ্মতত্ত্ব-উপাদান জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান।
সর্ব্ব মূলাধার ব্রহ্ম, কর প্রণিধান ॥ ৫৩ ॥

যদ্দৃষ্ট্বা ন পরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা ন পরং জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৪॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎতদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৫॥
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽব্যয়ম্।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৬॥

নাহি দৃশ্যান্তর, সর্ব্ব দৃশ্য শেষ ব্রহ্ম।
হৃদি-দৃষ্ট-ব্রহ্ম-ভাবে, নাহি পুনর্জ্জন্ম॥
বেদান্ত-প্রমেয়-ব্রহ্ম-জ্ঞানে, জ্ঞেয় অন্ত।
অবধূত-ব্রহ্মজ্ঞানে হৃদয়প্রশান্ত॥ ৫৪॥
অনন্ত, অদ্বয়, এক, নিত্য, চিদানন্দ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণ, সর্ব্বতঃ স্বচ্ছন্দ॥
সন্মাত্র ব্রহ্মাণ্ড-পাতি, ত্রিপুটী-রহিত।
দ্বন্দ্বাতীত জ্ঞানমূর্ত্তি, বেদে অবধূত॥ ৫৫॥
অবিদ্যা-বিলাস-দৃশ্য করি নিরসন।
বেদান্তে লক্ষিত-ব্রহ্ম কর নিরূপণ॥
অদ্বয় অখণ্ডানন্দ কূটস্থ চিন্ময়।
নিজ-শিব-তত্ত্বরূপ বেদান্তে নিশ্চয়॥ ৫৬॥

অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতাঃ ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনোঽখিলাঃ ॥ ৫৭ ॥
তদ্‌যুক্তমখিলংবস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে ॥ ৫৮ ॥
অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ম্ ।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম অখণ্ড আনন্দ ।
কৃমি, কীট, পশু, পক্ষী, নর, সুরবৃন্দ ॥
শতাংশ উত্তরোত্তর নৃপাদি-আনন্দ ।
লভি কর্ম্ম অনুরূপ, সবে মহানন্দ ॥ ৫৭ ॥
স্থির-চর-কার্য্যবস্তু-ব্রহ্ম-বিবর্ত্তিত ।
সর্ব্ববিধ ব্যবহার তাঁহাতে কল্পিত ॥
অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম সুনিশ্চিত ।
সর্ব্বদুগ্ধ অবয়বে অবস্থিত ঘৃত ॥ ৫৮ ॥
অণু, স্থূল, হ্রস্ব, দীর্ঘ মান-বিবর্জ্জিত ।
অতুল-অমেয়-ব্রহ্ম বেদান্তাবধৃত ॥
রূপ, গুণ, বর্ণ, আখ্যা, জন্ম, ব্যয়হীন ।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তু বিচার-অধীন ॥ ৫৯ ॥

যদ্ভাসা ভাসতেঽর্কাদি ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৬০ ॥
স্বয়মন্তর্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিপ্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ ॥ ৬১ ॥
জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
ব্রহ্মান্যদ্ভাতি চেন্মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা ॥ ৬২ ॥

শ্রী আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতিঃ, বিশ্ব উদ্ভাসিত।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা সবে প্রকাশিত ॥
প্রকাশ্য সকলে, নহে কেহ প্রকাশক।
অবধূত আত্মজ্যোতিঃ সর্ব্ববিভাসক ॥ ৬০ ॥
অন্তর্বহির্ব্যাপী ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড বিশাল।
স্বয়ং বিভাসিত করি স্থিত সর্ব্বকাল ॥
যথা তপ্ত-লৌহ-পিণ্ডে বহ্নি অবস্থিত।
নিখিল-ভুবনে তথা ব্রহ্ম প্রকাশিত ॥ ৬১ ॥
শব্দ স্পর্শ-যুক্ত-জড়-দৃশ্য-বিলক্ষণ।
অশব্দ-অরূপ-ব্রহ্ম, বেদের বচন ॥
ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নয়, যাহা কিছু ভাসে।
মিথ্যা মরুমরীচিকা, দেখ ভ্রান্তিবশে ॥ ৬২ ॥

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্‌যদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যন্নতদ্ভবেৎ ।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষতে ।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ ॥ ৬৪ ॥
শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ ।
জীবঃ সর্ব্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ম্ ॥ ৬৫ ।

ব্যবহারে যাহা কিছু দেখা শুনা যায় ।
ব্রহ্ম-বিকল্পিত তাহা, রজ্জু-সর্পপ্রায় ॥
তত্ত্বজ্ঞানে সেই দৃশ্য ব্রহ্মরূপ ধরে ।
সদানন্দ চিদদ্বয় অন্তরে বাহিরে ॥ ৬৩ ॥
সত্তা, স্ফূর্ত্তি, সুখরূপ আত্মা সর্ব্বগত ।
লালাটিক-জ্ঞান নেত্রে হন নিরীক্ষিত ॥
মোহ-মেঘাচ্ছন্ন চক্ষুঃ, নাহিক বিচার ।
সমুদিত-আত্মসূর্য্য, দেখে অন্ধকার ॥ ৬৪ ॥
বিশুদ্ধ-মানস-শুচি, ইন্ধন শ্রবণ ।
বৈরাগ্য-পবনে দীপ্ত, বিজ্ঞান দহন ॥
পরিতপ্ত সর্ব্বমল মুক্ত-স্বর্ণ-জীব ।
স্বয়ং প্রকাশিত জ্যোতিঃ নীলিমা অশিব ॥ ৬৫ ॥

হৃদাকাশোদিতোহ্যাত্মা বোধভানুস্তমোপহৃৎ।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্বং প্রকাশতে ॥ ৬৬ ॥

দিগ্দেশকালাদ্যনপেক্ষ্য সর্ব্বগং,
শীতাদিহৃন্নিত্যসুখং নিরঞ্জনম্।
যঃ স্বাত্মতীর্থং ভজতে বিনিষ্ক্রিয়ঃ,
স সর্ব্ববিৎ সর্ব্বগতোঽমৃতো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ভগবচ্ছ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত
আত্মবোধঃ সমাপ্তঃ ॥

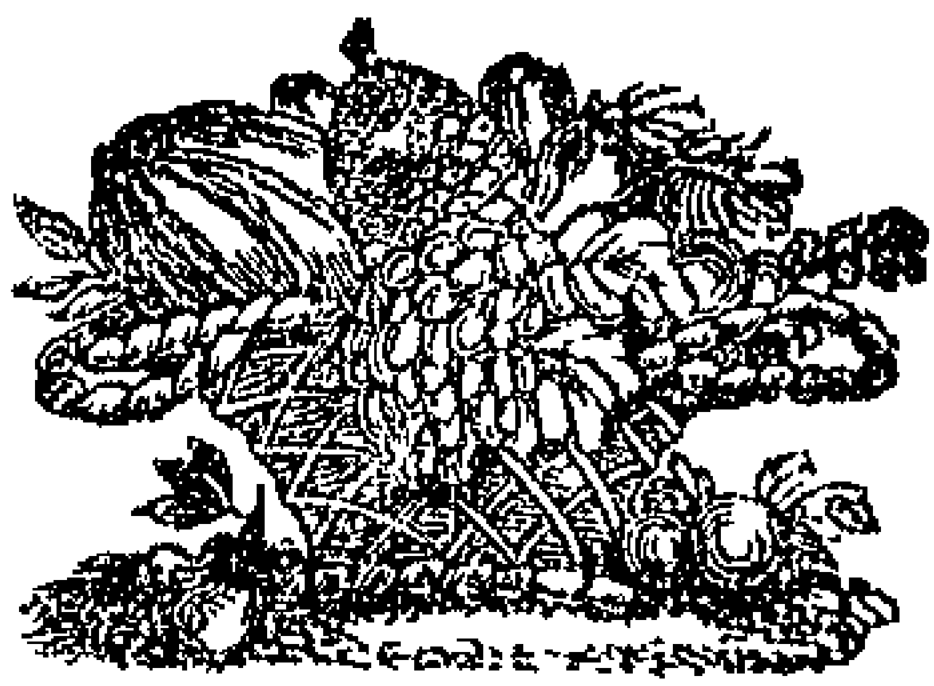
হার্দ্দাকাশে অধিরূঢ় প্রদীপ্তভজ্যোতিঃ।
সংসার-নিদান তমঃ-অজ্ঞান-সংহৃতি ॥
দূর করি, বোধভানু সর্ব্ব-প্রকাশক।
সর্ব্ব গত সর্ব্বাধার ভান্ত-বিভাগক ॥ ৬৬ ॥

দিক্, দেশ, কাল আদি অপেক্ষা-রহিত।
সর্ব্বত্র গমনশীল, চরণ বর্জ্জিত ॥
শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান।
দ্বন্দ্বহর, নিরঞ্জন নিত্য সুখ-জ্ঞান ॥

নিষ্ক্রিয় বৈরাগ্য রত আত্ম-তীর্থ-ধ্যান।
সতত করেন যিনি সাধক প্রধান ॥
যদি অল্পজ্ঞান তিনি, দেহ পরিচ্ছিন্ন।
সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র-গত, অমৃতে অভিন্ন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীবিশ্বেশ্বরার্পিতমস্তি
ব্রহ্মচারি—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারীদেবশর্ম্মবন্দ্যোপাধ্যায়কৃত
আত্মবোধের তাতপর্য্য পদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

—:*:—



উপসংহার।

শিবসভাসভ্যগণ সন্তোষকারণ।
গাঁথিয়া দিলাম এই অমূল্যরতন॥
যদিও কিঞ্চিৎ হয় পর উপকার।
জানিব সকল শ্রম সফল আমার॥
বহুলোক আসে সদা জ্ঞান লভিবারে।
রচিলাম উপদেশ তাঁহাদের তরে॥
সভাসেব্য নিবনাথ জগৎজীবন।
সেবকের অভিপ্রায় করুণ পূরণ॥

সমাপ্ত